ঝকমারী

03/03
48.32

Printed by K. C. Ghose,

AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS,

69 C, Balaram Dey's Street,

CALCUTTA.

Acc. No. 10316
Date- 29.3.96
Item No. B/D-4832
Don. By

শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

এই প্রহসনখানি প্রকৃতপক্ষে তোমারই রচিত ; গল্প তোমার, সাজান তোমার, অনেক স্থানে ভাষাও তোমার ; তুমি কাঠ, খড়, মাটি দিয়া পুতুল গড়িয়াছ, আমি রং দিয়াছি মাত্র। তুমি এ পুস্তকের প্রকৃত অধিকারী। যদিও তুমি আমার পুত্রস্থানীয়, তুমি ব্রাহ্মণকুমার, আমার প্রণাম গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইও না।

৯৩ নং বহুবাজার লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২২শে চৈত্র, সন ১৩১৭।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বন্যার পাত্র-পাত্রীগণ।

(পুরুষ)

উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ...	পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক।
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	... ...	ঐ সহোদর।
নিতাই বক্সী	... ...	মামলাবাজ্ বাত-বুড়ো।
পাঁচু বাছুরে	... ...	ঐ মুহুরি।
কৃষ্ণধন	... ...	বক্সীর ভাগিনেয়।

সাক্ষিগণ, উকীলগণ, মিয়ে, চাপরাশী, মুহুরী ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

রোহিনী	... ...	উমেশের স্ত্রী।
মোক্ষদা	... ...	সতীশের স্ত্রী।
হীপি	... ...	পাড়া কুঁদুলী।
বক্সী-গিন্নী	... ...	নিতাই বক্সীর স্ত্রী।
ভূতী	... ...	ঐ কন্যা।

ঝি, গ্রাম্য স্ত্রীগণ ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—তার মধ্যকার * ও * মধ্যস্থ অংশ অভিনয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

প্রস্তাবনা।

কবির দল।

গীত।

ফিটে বেচে পথে যদি ব'স্‌তে চাও।
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও॥
ব'লে দিই তোমায়, সামলা যার মাথায়—
ধ'র্‌বে গে তার পায়, ফিটে বেচ্‌বার
বাত্‌লাবেন উপায়;
সামলা ভ'রে ছোবড়া নেবে, যত পার্‌বে তত যাও॥
ভরেন্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশী আর,
পার্টিসন্ স্যুট্ লাগিয়ে যাও জোর;—
বউগুলো হ'য়ে হ'য়ে, হাড়মাস ফেল্‌বে খেয়ে,
বাধিয়ে দেবে ঠিক ভেয়ে ভেয়ে;
র'য়েছে পাওনা দেনা, রাখ্‌বে জের—মেটাবে না,
এ্যাটিসে 'ওনিয়ন স্যুজ' (পেঁয়াজ পয়জার),
মজা হও তো কিনে নাও॥

ঝক্‌মারী।

প্রথম দৃশ্য।

খিড়কীর বাগান।

মোহিনী চুল শুখাইতে নিযুক্তা।

(দীপির প্রবেশ)

দীপি। এই যে—তুমি যে দিদি খিড়কীর ঘাটে এসে চুল শুকুচ্ছ তা আর কে জানে, আমি সারা খুঁজে বেড়াচ্ছি, বলি কোথা গেল ?

মোহিনী। কিগো, দীপি দিদি যে ? কোথায় ছিলি ? এতদিন দেখিনি কেন ? ভাল আছিস্ তো ? কতদিন আসিস্ নি—আমি ভাবলুম বুঝি ভুলে গেছিস্ !

দীপি। ও মা, ও কি কথা বলো দিদিমণি, ভুলবো কিগো ! তোমাদের খেয়ে মানুষ; কর্তার আমলে এ বাড়ীতে দিনরাত কাটাতুম। কর্তা স্বর্গে গেলে দাদাবাবুরা যখন দু'জনে পৃথক্ হ'লেন, সেই ইস্তক এই দু'বছর এ বাড়ী আসা কমিয়েছি। কি জানি দিদিমণি, তখন দু'জনে একসঙ্গে ছিলে, এখন আলাদা হ'য়েছ। একে তো পাড়ার সকলে হিংসেয়, সর্বনাশী মাগীরা, হুতুলে দীপি বলে ডাকে,—উচ্ছন্ন যাক্,—ভাতারপুতের মাথা খাক্—সর্বনাশ হোক্—আগুনে পুড়ে যাক্—পথে পথে ভিক্ষে করুক্—নিপাত যাক্—নিপাত যাক্—

মোহিনী। বাপ্ বাপ্ দীপি দিদি, তুই কি সেই যুগের মানুষ, তোকে কি আর আমরা জানিনে! নে, এখন দু'টো ভালমন্দ কথা ক' শুনি;— ছোট বাবুর বাড়ী ঘুরে এলি না কি? ছোট বাবু যে খুব ধুমধাম ক'রে চাল-ধানের কারবার ক'চ্চে,—ছোট বউ কিছু ব'ল্লে না কি?

দীপি। চুপ কর বড় বউদিদি,—তোমার কি মনে নেই, একদিন ছুঁড়ী আমায় ব'লেছিল—"তুমি বড় ঝগড়া বাধাও, এ বাড়ীতে আসো কেন, উঁরা রাগ করেন।"—সেই ইস্তক ও দিকে আর উঁকি মারি? আমি তেমন ছোট লোকের ঘরের মেয়ে নই। তবে তুমি ভালবাস, তাই আসি। আর ছোটবাবু যে চাল-ধানের কারবার ক'রেছে, তাতে খুব লাভ হ'চ্চে শুন্‌ছি বটে, কিন্তু ঐ হাড়হাবাতে আপদী ছুঁড়ীর দৃষ্টিতে তা থাক্‌ছে না, উড়ে পুড়ে গেল ব'লে—এই তোমায় ব'লে গেলুম, না হয় তখন ব'লো। বড়বাবু বেঁচে থাকুন, তাঁর কাপড়ের ব্যবসা যা চ'ল্‌ছে, তাতেই তুমি রাণী হবে, চার পয়সার লোক এসে কিন্‌ছে! কি ভিড় গো, লোকে বস্‌বার যায়গা পায় না,—আমি সেদিন দোকানে গিয়েছিলুম,— কত রং বেরং-এর পোষাক, কত রকম কাপড়, কত রকম সাড়ী—যেন ইন্দিরভুবন। বেঁচে থাকুন বড়বাবু, ধনেপুত্রে ঘর উথলে উঠুক, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে হাতের নো ক্ষয় করো; তা ব'ল্‌ছিলুম কি বউ দিদি, তোমাদেরই তো খাচ্চি, কর্ত্তা কত ভালবাস্‌তো, বড়বাবুকে ব'লে একখানি ভালো কাপড় আমায় দিতে হবে, বুড়ো হ'য়েছি, প'রে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো।

মোহিনী। তা আসিস্ আর একদিন, উনি কোথায় বেরিয়েছেন, এলে পরে একখানা ক'রে দেবো।

দীপি। (স্বগত) ওমা—এত খোসামুদ্, এত ছোট বউএর নিন্দে ক'র্‌লুম, তবু সে মন গেলে না! ছোটলোকের ঘরের মেয়ে কি না, তা আর কত হবে! দিলে কোথায় বেরিয়েছে ব'লে, দেখ্‌ছি আর একদিন

আস্‌তে হবে। তবু হাতে কি দিতে হবে! আহা! গাছটিতে কিছু থোলো থোলো আমড়া ঝুলছে। আর আমি আমড়াগাছ পুঁতেছিলুম, আমড়ার মুখে আগুন লাগ্‌লো। আহা দিদি আমড়াগুলির, শাখ ক'রে মটরের ডাল ভিজিয়ে বড়ি দিয়েছি, একটু ঝাল ঝাল দিয়ে অম্বল রেঁধে খেতাম, যদি দেয়। (প্রকাশ্যে) ও বউ দিদি, আর তবে আসি, আর একদিন আস্‌বো। ব'ল্‌ছিলুম কি, বেশ আমড়া ফ'লে র'য়েছে, গোটাকতক দেবো? ক'দিন জ্বরে রুচি নেই, কেমন অরুচির মতন হ'য়েছে, অম্বল ক'রে খেতুম।

যোগিনী। ছটো আমড়া দিদি তা আর অত বাক্যব্যয় কেন, ঐ লগী র'য়েছে, পেড়ে নে। আমি আবার দেখি, রান্নার যোগাড় কি হ'চ্ছে।

[যোগিনীর প্রস্থান।

দীপি। (লগী লইয়া আমড়াগাছের নিকটবর্ত্তী হইয়া স্বগত) বড়বাবু ছোটবাবুর বাগানের মাঝখানে আমড়াগাছটা দেখ্‌ছি। কার ভাগে গাছটা প'ড়েছে? বড়বউ তো চালাও হুকুম দিয়ে গেল। ঐ যা ছোট বউ আস্‌ছে, লগী ক'রে আমড়াগাছের ডাল ভাঙ্গি, যদি ছোটবাবুর ভাগে গাছ প'ড়ে থাকে, তা হ'লে ডাল ভাঙ্গা দেখ্‌লেই ছোটবউ একটু মুখনাড়া দেবেই। বড় বউএর হুকুমের জোরে, তা হ'লে আমিও দু'কথা শুনিয়ে দেবো, চাই কি দু'ঘারে খেয়েও যেতে পারে। দোহাই হরি, যেন খেয়ে যায়,—আমি হরিলুট দেবো।

[আমড়াগাছ ঝাঁকিতে আরম্ভ করণ।

(মোক্ষদার প্রবেশ)

মোক্ষদা। কে গা আমড়াগাছ ঝাঁকাচ্ছ? কে দীপি দিদি? আমড়া নেবে তো লগী দিয়ে পেড়ে নাও, ডাল ভাঙ্‌ছো কেন? না পারো তো আমি আমাদের মিনুকে ডেকে দিচ্ছি, পেড়ে দেবে এখন।

দীপি। আমি বাছা আমড়া পাড়ি আর ভাল ভাঙি, তোমার এতো আর পরামর্শ নিতে যাই নি। তোমার বাবার তো আর গাছ নয় যে মুখনাড়া দিতে এসেছ ?

মোক্ষদা। মা গেলো—বাপ'কা বাপ তুলিস কেন ? গাছ কি তোর ?

দীপি। আমার হ'তে যাবে কেন, যার গাছ সেই হুকুম দিয়েছে, বড় বউদিদি আমড়া পাড়তে ব'লেছে, তবে এসে গাছে হাত দিয়েছি ; নইলে এমন নয় আমাদের মা, বাপ'কা পরের জিনিসে হাত দিই।

(মোহিনীর পুনঃ প্রবেশ)

মোহিনী। কি হ'য়েছে দীপি দিদি ?

দীপি। দেখ দেখি বউদিদি, তুমি ব'লে ঐ দুটো আমড়া পেড়ে নিতে এলুম, এই তোমার শুভ গা'ল। বলে কি না যে, তোমার বাবার গাছ !

মোক্ষদা। ওমা—একি কথা ! তুমি তো আমার বাপকা বাপ তুলে গাছ ?

দীপি। শুনলে বউদিদি, গরীব ব'লে ছোট বউদিদির ঠাট্টা শুনলে ?

মোক্ষদা। তুমি কেমনতর লোক গা, বাপ'কা মিছে কথা ব'লছ ! ও রকম ঢংএর কথা আমার ভাল লাগে না।

দীপি। শুনলে বউদিদি, আমি ঢংএর কথা বলছি, আমি কি বাইজী—যে ঢং বাড়াতে এসেছি। বাইজীরা তো বেশ্যা, আমি কি বাজারের বেশ্যা,—ও মা ছি ছি ! তুচ্ছ দুটো আমড়ার জন্যে এই গাল'গুলো আমার অদৃষ্টে ছিল। গরীব ব'লে যা ইচ্ছা তাই বলা ! বুড়ো হতে চল্লুম, এ পর্যন্ত কোন বেটা বেটী আমার স্বভাব-চরিত্রের উপর একটি কথা কইতে পারেনি, আজ কি রাত্তই পুইয়েছিল, কি অশুভ ক্ষণে তোমাদের বাড়ী এসেছিলুম, বাবুকী গা'ল পর্যন্ত শুনতে হ'লো ! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্চে ! (ক্রন্দন)

মোহিনী। নে দীপি চুপ কর ! (মোক্ষদার প্রতি) তোমারও বোন আজকাল বড় আলগা মুখ হ'য়েছে, তাতের দু'পয়সা রোজগার ক'চ্চে ব'লে পয়া

মরা দেখছ। গরীব ব'লেই কি যা মুখে আস্‌বে, তাই ব'লে গা'ল দিতে হয়?

মোক্ষদা। দিদি, তুমিও আমার কথা না শুনে দীপির দিকে হ'লে? উল্টে ভাতারের খোঁটা দিয়ে যা তা ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে?

মোহিনী। কি লা, ঝগড়া ক'র্‌বি না কি? মার্‌বি না কি? তোমায় আমি ভাতারের খোঁটা দিলুম, তাই অভিমানিনীর মান হ'লো বুঝি? যা সত্যি কথা তাই ব'লেছি, অহঙ্কারে তুমি আর মাটিতে পা দিয়ে চলো না।

মোক্ষদা। দেখ দিদি, বড় জা ব'লে স'য়ে থাকি, উচুঁ কথা বলি না; কিন্তু তুমিও বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছ, কথায় কথায় বলো অহঙ্কার হ'য়েছে, মাটিতে পা দিই না; কথায় কথায় ভাতারের খোঁটা, কেন বল দেখি? তোমার ভাতারও তো রোজগার করে, আর কারো ভাতার রোজগার ক'র্‌লে বুঝি হিংসেয় বুক ফেটে যায়!

দীপি। (স্বগত) যদি তুমিই সত্যি, যা ভেবেছি, তাই হ'য়েছে, নারদ—নারদ—এইবার আমি আর একটু রসান দিই! (প্রকাশ্যে) বউদিদি, বউদিদি তোমার পায়ে পড়ি, থামো। আমি চল্লুম, আর আমার আমড়ায় কাজ নেই, লোকে ব'ল্‌বে দীপি বুঝি গিয়ে কোন্দল বাধিয়েছে। ধর্ম্ম জানেন, আমি ভেবেছিলুম, আমড়াগাছটা বুঝি বড়বাবুর অংশে প'ড়েছে, তাই দিদিমণি তোমায় দুটো আমড়া চেয়েছিলুম; ছোট বাবুর অংশে গাছ জান্‌লে আমি কি আর চাইতে যেতুম। চল বউদিদি, ঘরে চল; একে তোমার মাথা ধরে, আর মাথা গরম ক'রো না। ছিঃ—ছিঃ! ভাল মানুষের মেয়েকে দুটো ছাই আমড়ার জন্যে মিছিমিছি গা'লগুলো শোনালুম; চল বউদিদি, ঘরে চল; মাথা খাও, আর মাথা গরম ক'রো না।

মোহিনী। কি বলিস্‌ দীপি, আমায় বলে কি না—ওর ভাতারের হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে, যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! দে তুই আমড়া পাড়, দেখি ওর কোন্‌ ভাতার এসে আট্‌কায়।

টেঁপি। ও বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি বউদিদি, আর মাথা গরম ক'রো না বউদিদি!

মোহিনী। মাথা গরম কি টেঁপি—আজ হয় মাথা দেব—নইলে মাথা নেব—

টেঁপি। ও মা! সে কি কথা গো—বউদিদি যে আমার এক কথার মানুষ গো—ও মা কি হবে গো—

(উমেশ বাবুর প্রবেশ)

উমেশ। কি—কি, গোলমাল কিসের—কি হয়েছে?

টেঁপি। এই যে দাদাবাবু! এসেছ দাদাবাবু, রক্ষে করো দাদাবাবু, বউদিদিকে রক্ষে করো। আমি পোড়ারমুখী অম্বল ক'রে খাব ব'লে বড় বউদিদির কাছে দুটো আমড়া চেয়েছিলুম। বড় বউদিদি পেড়ে নিতে ব'লে—আমি পাড়তে গিয়েছিলুম, এই না ছোট বউদিদি এসে ব'লে—তোর কোন্ বাবার গাছের আমড়া পাড়ছিস্? এই দুই বউদিদিতে ঝগড়া! আমি একবার এ বউদিদির পায়ে ধরি—একবার ও বউদিদির হাতে ধরি—বলি আমার আমড়ার কাজ নেই, তোমরা থামোগো থাম। বড় বউদিদির আবার রাগ নেই, বড় বউদিদি যদি ঠাণ্ডা হ'লো—ছোট বউদিদি ঐ লগী ক'রে বড় বউদিদির মাথায় এক বাড়ি, এতে বউদিদির মাথায় ব্যারাম—মাথা গরম হ'য়ে গেছে! ওগো দাদাবাবু, দেখছো কি? মাথায় জল দাও, মাথায় জল দাও, বউদিদিকে বাঁচাও।

উমেশ। এ কি ডাকাতের মেয়ে না কি?

মোহিনী। মাথা গেল—মাথা গেল—(মূর্চ্ছা)

টেঁপি। ওমা কি হ'লো গো—ও বউদিদি—বুঝি সর্বনাশ হ'লো গো—

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। কি—কি, ব্যাপার কি? একি বড় বউদিদি প'ড়ে কেন?

উমেশ। দেখছ কি—তোমার গুণবতী স্ত্রী খুন ক'রেছে—

সতীশ। খুন ক'রেছে—সে কি!

উমেশ। ইচ্ছা হয় মাথাটা দেখ—দু'খানা হ'য়ে গেছে—রক্তে নদী বইছে।

সতীশ। এ্যাঁ—এ্যাঁ! সে কি! (বড় বউয়ের হাতক পরীক্ষা করিয়া) কই দাদা, রক্ত তো পড়ে নি?

দীপি। রক্ত বুঝি জ'মে গেছে গো, কাল কাল চাপ চাপ রক্ত কাল চুলের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে।

সতীশ। মাথায় ত কোন আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌ছি না!

দীপি। ও মা! সে কি কথা গো—মাথা ফুলে ঢোল হ'য়ে উঠেছে!

উমেশ। ওরে কে আছিস্, ডাক্তার ডাক্,—না ম'লে তুমি কি ভাই আঘাতের চিহ্ন দেখ্‌তে পাবে! পুরুষ হ'য়েও দেখ্‌ছি নিস্তার নাই।

মোক্ষদা। (দোরটার আড়াল হইতে) দোহাই ধর্ম্ম! দিদির গায়ে যদি আমি হাত দিয়ে থাকি, হাতে যেন আমার মহাব্যাধি হয়।

সতীশ। দাদা, আমি ত এ সব কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

যোগিনী। (সহসা উঠিয়া) তবে গো নেকি, খুন কর্‌তে পার নি বলে বুক ফেটে যাচ্ছে। খুন আর কাকে বলে, ঐ নদী মাথায় প'ড়্‌লে যে হাতে দড়ি প'ড়্‌তো। ফাঁসীকাঠে যে ঝুলতে হ'তো।

দীপি। ও মা, লগীটে বুঝি মাথায় পড়ে নি, ভগবান্ বাঁচিয়েছেন, খুন হ'তে হ'তে র'য়ে গেছে। মাথা গেল, মাথা গেল ব'লে বড় বউদিদি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, আমি ভাব্‌লুম বুঝি মাথা ফেটে গেছে।

সতীশ। বলি ব্যাপারটা কি? হ'য়েছিল কি?

মোক্ষদা। (দোরটার আড়াল হইতে) দীপি লগী ক'রে আমড়া গাছের ডাল ভাঙ্‌ছিলো, আমি এসে বল্লুম,—আমড়া পাড়্‌ছো পাড়ো, ডাল-গুলো ভাঙ্‌ছো কেন; না পাড়্‌তে পারো, আমি নিজেকে ডেকে দিচ্ছি, পেড়ে দেবে। এই না ব'লুলে—"এ কি তোর গাছ—তোর এত কথা কেন? বউদিদির হকুমে পাড়্‌ছি!" এমন সময় দিদি এসে দীপির

ছিঁড়ে নিয়ে আবার যা মুখে আস্‌ছে লাগ্‌লো, বল্‌তে লাগ্‌লো। এমন সময় উনি এলেন। দোহাই ধর্ম্ম, আর কিছু হয় নি, ঢাঁপি মিছে জাল ক'রে তুল্‌ছে।

ঢাঁপি। ওমা সে কি কথা ছোট বউদিদি, শেষটা গরীব অনাথা হ'লে ঢাঁপির দোষ হ'লো! তা তোমার দোষ কি, আমার কপালের দোষ, তুচ্ছো দুটো আমড়ার জন্তে এত কথা শুন্‌তে হ'লো। দোহাই দাদাবাবু, আমি নির্দ্দোষী, আমার কোন অপরাধ নেই, আমি জান্‌তুম আমড়াগাছটা বড় বাবুর অংশে প'ড়েছে, তাই বড় বউদিদির কাছে দুটো আমড়া চেয়েছিলুম। তা কপালে যা ছিল, তা হ'য়েছে! (ক্রন্দন)

সতীশ। যা যা, আর নেকামো ক'রে কাঁদ্‌তে হবে না; ঝগড়া বাধাতে এসেছিস্, বটে? কেন তুই আমাদের বাড়ীতে আসিস্?

মোহিনী। ও তো তোমাদের বাড়ীতে আসে নি, আমাদের কাছে এসেছিল।

সতীশ। তুমি ঐ পাজা-কুঁহুলি মাগীকে বাড়ী ঢুক্‌তে দাও?

মোহিনী। আমার ইচ্ছে, আমার খুসী—

উমেশ। যাক্ যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও। শোন সতীশ, এ আমড়া গাছটা কি তুমি বল তোমার ভাগে প'ড়েছে?

সতীশ। আমার ভাগে যে পড়ে নি, এ কথা আপনি প্রমাণ করুন।

উমেশ। বেশ, আদালতে তা প্রমাণ হবে।

সতীশ। আপনি যদি তাই ভাল বোঝেন, তাই ক'র্‌বেন।

উমেশ। তুমি নর-পিশাচ, স্ত্রীর কথায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়েছ।

সতীশ। আপনার কথার আর কি উত্তর দেবো, আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে।

উমেশ। বটে রে পাজী—খুন ক'র্‌বো।

ঢাঁপি। ওগো তোমরা কে কোথায় আছ এস গো, বুঝি বড় দাদাবাবুকে খুন ক'র্‌লে গো!

মাহিনী। ওমা কি হবে, ভাই নয় শত্রু—

সতীশ। (মোক্ষদার প্রতি) চল যাই, আর কেলেঙ্কারী বাড়িয়ে কাজ নাই।

[সতীশ ও মোক্ষদার প্রস্থান।

পি। ওমা ছোট দাদাবাবু কেমন মানুষ গো, বড় ভাই—বাপের সমান, মুখের লাগাম নেই গা,—যেমন হাড়ী তেমনি সরা! এখনই ত খুন হ'য়েছিল। দোহাই বড়দাদাবাবু, ঠাণ্ডা হও; দোহাই বড় বউদিদি, মাথা গরম করো না।

মাহিনী। তুমি যদি এর একটা বিহিত না করো, আমি গলায় দড়ি দেবো, বিষ খেয়ে মরবো।

পি। দোহাই বউদিদি, মাথা গরম ক'রো না, আত্মহত্যে ক'রো না, ভূতের ভয়ে রেতে বেরুতে পারবো না।

উমেশ। এর বিহিত যদি না ক'রতে পারি, আমি উমেশ চক্রবর্ত্তী নই, এতে সর্ব্বস্ব যায়, সেও স্বীকার। ভাই হ'য়ে পাগল বলে!

মাহিনী। ওমা, কোন দিন পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে না কি?

উমেশ। দাঁড়াও না, ওর হারামজাদ্কি আমি ভাঙ্ছি। দু'পয়সা রোজগার ক'রে চোখে কাণে আর দেখ্তে পাচ্ছে না। বেল্লিক—ছুঁচো—

পি। দোহাই দাদাবাবু, ঠাণ্ডা হও; দোহাই দিদিমণি, আর মাথা গরম ক'রো না,—চল, ঘরে গিয়ে সরবৎ খাবে; ওগো, মায়ের পেটের ভাই এমন শত্রু! (স্বগত) দেখিস্ ভগবান্, এ আগুন যেন আর না নেভে! এ ভাঙ্গা যেন আর না জোড়া লাগে!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

গ্রাম্য স্ত্রীগণ।

ভালবাসি গিন্নিপনা, সেইজী ময়না সই।
কন্না ক'র্‌বো ভাতারের, তার ভায়ের কেউতো নই॥
কিসের এত দায় প'ড়ে গেছে,
ভাসুর দেওর হ'লেই বা, কি মাথা কিনেছে,
ঢাক্‌ ঢাক্‌ নাই স্পষ্ট কথা কই সবার কাছে;
হাত নাড়া দে' এলো চুলে, কোঁদল হ'লো না মূলে,
তা আবাগী ঠসক্‌ ক'রে যায় হেসে দুলে,—
চোখের মাথা খাই, যদি সই, মুখ বুজে তা স'য়ে রই॥

তৃতীয় দৃশ্য।

বক্‌সীর বহির্ব্বাটী।

নিতাই বক্‌সী ও দীপি।

বক্‌সী। দীপি, মা—মা, আবার হতভাগা ছুটোয় মিটিয়ে না ফেলে!

দীপি। হুঁস্! খুড়ী আমায় মারে, আমায় বেটাবে! বড় বউ অমনি দশবাহুচণ্ডী হ'য়ে নাচ্‌ছে, ব'ল্‌ছে যদি এর কেস্তনের না করো, আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্‌বো।

বক্‌সী। আরে ছোঁড়াটা যে নেহাৎ আহাম্মক, হয়তো বড়টার পায়ে গিয়ে প'ড়েছে।

দীপি। সে যো নেই, সে যো নেই; ও দীপির কামড়, ঢোঁড়া সাপের বিষ, ঝিকি ঝিকি উঠ্‌বে। ঐ বুড়ো চাকরটা বাজার যাচ্ছিল, জিজ্ঞাসা ক'রলুম কি না—ছোট বউটা হেঁসেল ঘরের কোণে ব'সে কাঁদ্‌ছে, আর ব'ল্‌ছে, "তুমি ভাই-ভাজ নিয়ে থাক, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। তারা পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়ীতেও জায়গা দেবে! কেন গা! এমন লাঞ্ছনার ভাত নাই খেলুম।" এ কি আর বেটে!

বক্‌সী। তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ নে—বুঝতে পার্‌ছিস্ নে। যে বছর ভিন্ন হয়, সে বছর তো লাগিয়েছিলুম, ঐ চৌধুরী বেটা, পরের ভাল দেখ্‌তে পারে না বেটা, পরের হিংসেই মরে, সে না খেয়ে না দেয়ে হ'য়ে প'ড়ে মিটিয়ে দিলে! তুই যা বাছা যা, উস্‌কানি না দিলে, কি জানি আবার মিটে যায়? পাড়ার লোক সব ভাল নয়, তোর আমার মত সব সাদা মন নয়। আমি তো ভেবেছিলুম যে, ঐ বছরের বাড়ীটে বরবাদ যাবার আগে এদের দুই ভাইকে নিয়ে পড়ি, তা হ'লো!

দীপি। ওগো কেন ভাব্‌ছ!—কেন ভাব্‌ছ! চান ক'রে গিয়ে একটু জল খেয়ে ছুঁড়াই-ই বেরোবে,—ব'লেছে আমরা যখন বাচ্ছা, বাবলা কম্বু ক'রে এসে ঘরে তাকে হাত দেবো।

বক্সী। তবে যা, তবে যা, মল্লিককে ডাক্‌, দুজোনা একটা পরামর্শ করি, কোন্‌ সাক্ষী কে দেবে।

দীপি। ওগো ডাক্‌তে হবে না, ডাক্‌তে হবে না, ঐ আস্‌ছে

(মল্লিকের প্রবেশ)

বক্সী। এস এস মল্লিক ম'শায়, দীপির ঠেঁয়ে সব শুনেছেন তো?

মল্লিক। শুনেছি, আবার ও ভাই পা কাঁপ্‌ছে। দু'দু'বার ছোট ভাইটাকে নিয়ে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারি নি, এবার কি কিছু হবে?

দীপি। হবে গো হবে।

বক্সী। দেখ, মধুসূদনের মনে কি আছে।

দীপি। ও বক্সী ম'শায়, ও বক্সী ম'শায়, ঐ বড়বাবু আস্‌ছে।

বক্সী। আস্‌ছে না কি, আস্‌ছে না কি? অপেয়ে বেটা মল্লিক, বাড়ী প'ড়ে ঝগড়া ক'র্‌তে এসেছ, বড় বাবুর দোষ!

মল্লিক। দোষই তো, বলি—তোর মাকের উপর বলি! ছোট ভাই তো নয় যেন কাঁচা সোনা, খেলে গলায় ঝিড়ি লোচে না, তার সঙ্গে ঝগড়া!

বক্সী। তবে আর, তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বড় বাবুর দোষ, একথা আমি কাণে শুন্‌তে পার্‌ব না। বাপের তুল্য বড় ভাই, তাকে নাকি বলে পাগলা গারদে দেবো!

মল্লিক। ব'ল্‌বেই তো, খুব ক'রেছে; ব'লেছে, অমন বড় ভাইকে যে চ'বা মারেনি এই ঢের। তুমি লাগ্‌তে চাও, লাগো; দেখি, কোন্‌ বেটা ছোটবাবুকে আবড়া পাছে বকিত করে? দেখি, কোন্‌ বেটা ছুটো শুক্‌না আবড়া পাত্র বড়র বিশ্যের দেনে?

বক্সী। তবে রে বুড়ো, তোর যত বড় না মুখ, তত বড় কথা! আমি ২নং মকদ্দমা এই ছোটর নামে এখনি রুজু কচ্ছি, দেখি তোর কোন্ বাবা রাখে; বড়বাবু না করে, আমি গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে লড়্‌বো।

বণিক। আচ্ছা আমিও দেখ্‌ছি—ছোট মা-বাপ নয়; ব'লেছে—'বণিক ম'শায়, টাকার জন্য ভেবো না।' বলেছে, 'যত টাকা লাগে, আমরা পাছ আমায় চাই।' এই আদালতে চল্‌ব, দেখি তুই কেমন বক্সী, তুই একটা আমড়া কেমন বক্সর বখ্‌রায় ফেল্‌তে পারিস্? [প্রস্থান।

বক্সী। মুখে চুণকালি মাখ্‌তে হবে। এত বড় স্পর্দ্ধা, বলে কি না বড় বাবুর দোষ!

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। বক্সী ম'শায়—বক্সী ম'শায়—

বক্সী। হঁ, আমি বক্সীর বাচ্ছা এমন নই, তোর বণিকগিরি বা'র কচ্ছি, বড়র দোষ!

উমেশ। বক্সী ম'শায়—

বক্সী। কেও বড়বাবু! চলো, আদালতে চলো—২ নং রুজু ক'রে এসে তবে আমি জলগ্রহণ ক'র্‌বো। ঐ বুড়ো বণিক বলে কি না, বড় বাবুর দোষ!

উমেশ। উনি বুঝি ছোট বাবুর দিকে হবেন?

বক্সী। হাঁ, আইতো পায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'র্‌তে এসেছেন!

উমেশ। তা হোন, তা হোন—

বক্সী। আমি মাড়তে মাড়তে সাম্‌লে নিয়েছি! বলে কি না বড় বাবুর দোষ! কেমন শালা, না?

উমেশ। তা বলুন—তা বলুন—শুনুন বক্সী ম'শায়, আমার কথাটা শুনুন—

বক্‌নী। শুনেছি বাবা শুনেছি, সব শুনেছি; তোমার পাগলা পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল। যাও, আর কথায় কাজ নেই, বেরিয়ে পড়ি চলো, রাস্তায় চলিতে খাওয়া দাওয়া ক'র্‌বো।

উমেশ। না, আপনি ছুটী দেবে দিন, আমি বকবকা না শুনু ক'রে জল-গ্রহণ করছি নে, বড়বউয়ের কাছে দিব্যি ক'রে এসেছি। ওঃ—যেমন হাঁড়ী তেমনি সরাও কি জোটে! যেমন ছোট বাবু, তেমনি বউ মা! দীপিকে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিচ্ছিল, বল্‌তে গেল যে, গরীব মানুষ, কেন ছোট বউ গালাগালি দিচ্ছিল—

দীপি। ওগো এই ভাল মানুষের মেয়েকে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে গেছেন গো—ধাক্কাধাক্কি দিয়ে গেছেন! ওগো আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো—বুক ফেটে যাচ্ছে,—

উমেশ। যে দীপি থাম, গোল ক'রিস নে, আমি বক্‌নী মশায়কে বুঝিয়ে বলি।

বক্‌নী। আমি সব বুঝে নিয়েছি বাবা, সব বুঝে নিয়েছি। কেন না, যাবনা মাথায় যেন চাল দিচ্ছিল।

উমেশ। দেখুন, আমি যে বন্দোবস্ত ক'রেছি, ইহাকে মাথায় তো' জানেন?

বক্‌নী। জানি বই কি বাবা, জানি বই কি!

উমেশ। আর বন্দোবস্ত হয় না।

বক্‌নী। আবার!

উমেশ। দেখুন, ভাল মানুষের মেয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে, আর বল্‌ছে "উপায় করো, নইলে এ প্রাণ আর আমি রাখ্‌বো না।"

দীপি। বল্‌ছে কি বক্‌নী মশায়! গাঁপিটাখানা আমি খুলুই, নেলে গলায় দিবো।

বক্‌নী। আর বলাবলিতে কাজ নেই বাবা, বলাবলিতে কাজ নেই, চলো, বেরিয়ে পড়ি—বেরিয়ে পড়ি।

উমেশ। আপনি খেয়ে দেয়ে নিন, আমার একটু দেরী হবে, কাপড়ের দোকানের একটা বন্দোবস্ত ক'রে যাই। বড় বউএর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, যদি সাত দিনের ভেতর ঐ আমড়া গাছ থেকে আমড়া পেড়ে না খাওয়াই, তা হ'লে আর বাড়ীতে পা দেবো না, আর মায় বদ্ লাব।

বকসী। একেই তো বলে মরদকি বাত!

উমেশ। গুমোর হ'য়েছে—বুঝেছেন বকসী ম'শায়—টাকার গুমোর। চাল-ধানের বন্দো ক'চ্ছেন কি না?

দীপি। কেটে য'চ্ছে গো—কেটে য'চ্ছে! তুমি বলে আমি পড়ে আছি, একেবারে চোঁ-চির হ'য়ে প'ড়েছে!

বকসী। এই কাটাচ্ছি—কাটাচ্ছি। তবে যাও বড়বাবু, তুমি কাজ সেরে এসো।

উমেশ। বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে—বড় স্পর্দ্ধা হ'য়েছে।

[উমেশের প্রস্থান।

বকসী। দীপি, মা—দোকানের ব্যবস্থা ক'র্তে গিয়ে ফিরে তেতলায় যেন আবার বাড়ীতে না থেতে যায়।

দীপি। খেতে যাবে কোথা গো, বড় বউ কি এ বেলা আর হাঁড়ী চড়িয়েছে? যেলায় গেচে খবর পাবে, তবে রাঁধ্বে।

বকসী। আরে না রে না—তাব্, কি জানি যদি কস্‌কায়!

(দীপি ও বকসীর গীত)

দীপি। নই আমি স্বামী, বামী, কস্‌কা মেয়ো আমার নয়।

বকসী। ছুটো যে মেয়েমুখো, মেটায় পাছে তাই তো ভয়॥

দীপি। লেগেছে ছুটো বউয়ে, মেটায় যদি ফেল্‌বে খেয়ে,

বকসী। বেঁচে আছি তোরই মুখ চেয়ে;

দীপি। লেগে যাও দিচ্ছি সাহস,
বক্সী। সাবাস্ সাবাস্—ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্ ;
দীপি। থাক্‌বে সব মিলে জুলে, আমার এ কি প্রাণে সয়।
উভয়ে। লেগে যায় ঘরে ঘরে এমন সুদিন যদি হয় ॥

(সাক্ষিগণের প্রবেশ)

১ম সাক্ষী। বক্সী মশায় দাঁড়াও—দাঁড়াও—যেও না ; রসিক মশায় ছোট-বাবুকে নিয়ে তো বেরোবার উদ্যোগ ক'চ্চে, সেখানে কিছু বল্‌তে পারলুম না, এখন বলো—কোন্ পক্ষে কাকে সাক্ষী দিতে হবে ?
বক্সী। আরে দাঁড়া দাঁড়া—আগে নালিশ রুজু হোক্, আবার না ফস্‌কে যায়।
২য় সাক্ষী। আর বল্‌বে কোথায়—ছোটবাবুকে নিয়ে রসিক এতক্ষণ বেরিয়ে পড়্‌লো,—ফিরে গাড়োয়ান গাড়ীতে গরু জুড়্‌ছে, দেখে এলুম।
বক্সী। ছোট তো খুব—ছোট তো খুব, আগেই বেরিয়ে প'ড়েছে,—
১ম সাক্ষী। রসিক কেমন চালা চেলেছে ; বল্লে—"বক্সী এতক্ষণ বড়বাবুকে নিয়ে বেরুলো, আগে না নালিশ রুজু ক'রে মামলা ফেঁচে যাবে।"
বক্সী। তবে তো পাক্‌লো—তবে তো পাক্‌লো—
দীপি। উঁহুঁ—আমার কাঁচা কাজ কি না,—ও বরদের বাড়ীই বল, ঘোষেদের বাড়ীই বল, আর মুখুয্যেদের বাড়ীই বল—আমি খড়-খুঁটে দিয়ে উনুনে আগুন দিয়েছি, তোমরা ফুঁ দিয়ে ধরিয়েছ। আমি না লাগালাগি ক'র্‌লে তোমরা একটাও বাড়ী হাত ক'র্‌তে পার্‌তে ? তোমরা অপদার্থ, তাই একছড়া বাসা আজও গড়িয়ে দিতে পার্‌লে না। তা না হও—ধর্ম আছে—ধর্ম আছে। আমি লোকের ভালই ক'র্‌বো—এতে যা হয়।

বক্সী। দীপি দীপি—এবার মোটা মোটা মালা তোর গলায় দুল্‌ছে।

দীপি। দুলুক আর না দুলুক, আমার কাজ তো আমি ক'র্‌লুম, এখন তোমাদের যা খুসি হয়, ক'রো।

১ম সাক্ষী। তোমাদের তো যা হয় হবে, এখন আমরা কে কোন্ দিকে যাব?

বক্সী। তোরা আপনা-আপনি বক্‌রা ক'রে নে না বাবা—তোরা আপনা-আপনি বক্‌রা ক'রে নে না!

২য় সাক্ষী। তা শোন, বক্সী মশায়, আমাদের যাকে যে বলে দাও,—কাপড়, জামা, জুতো—এ তো একজুট্ চাই।

৩য় সাক্ষী। আমার কিন্তু—

২য় সাক্ষী। থাম্ না—থাম্ না—আমি সবার হ'য়ে বল্‌ছি,—মধুর বলে, "আমি মুখুয্যেদের মামলায় সবার পাঁচটা টাকা বই পাই নি, দশটা টাকার কম বাড়ী থেকে বেরোব না।"

৪র্থ সাক্ষী। আমার—

২য় সাক্ষী। থাম্ না আমি ব'ল্‌ছি—শিবের মা বলে, "দু'বেলা খাল না বাড়ীতে তুলে দিলে, শিবেকে জেলায় যেতে দেবে না।" আমার জানেন তো? ছা-পোষা লোক, দু'বছর জমীদারের খাজনা প'ড়ে গিয়েছে, খাজনাটা চুকিয়ে দেওয়া চাই। আর আমার খুড়্‌তুতো ভাই আস্‌তে পারে না; সে ব'লেছে, "জমী বন্ধক রেখে ২৫টা টাকা কর্জ্জ ক'রেছে, দু'মাসের সুদ হ'য়েছে, সেইটা শোধ করা চাই।"

বক্সী। সব হবে বাবা—সব হবে! বড় কাত্‌লা প'ড়েছে যে—বড় কাত্‌লা পড়েছে, কেউ বঞ্চিত হবে না—কেউ বঞ্চিত হবে না, দাঁড়া না, মাসিক বন্দ্‌ ক'রে এনেই তোদের দিয়ে যাচ্ছি।

১ম সাক্ষী। তা সে যা হয় ক'রো, শেষে যেন খেঁচাখেঁচি ক'রো না। আমরা তোমার পেঁচোয়া কথা বুঝি না, আমরা এক কথার মানুষ।

বক্সী। সব হবে—সব হবে—আমি খেয়ে নিই গে—

৩য় সাক্ষী। তা যাও, আমরা কিন্তু আমাদের যা কথা হ'লো দেখুন, এর এদিক্ ওদিক্ হ'লে আমাদের পাবে না।

[দুই জন ব্যতীত সাক্ষিগণের প্রস্থান।

বক্সী। এই যে কথা হ'লো, আর তোমরা দাঁড়িয়ে কেন!

১ম সাক্ষী। ও এমন কাঁচা কথার ভেতর আমরা ঢুকতে নেই।

বক্সী। কাঁচা কথা কি? আমার যে কথা সেই কাজ, আমার মুখে মিথ্যে কথা বেরুবে না।

২য় সাক্ষী। ও অমন ফক্কাবাজী এবার চ'লবে না বক্সী, বার বার ঠকছি নি। এই মোকদ্দমার বেলায়, জুতোর পক্ষে আমি, আর ভাইপোর পক্ষে তিনু রব; যে মকদ্দমাই করো, এক পক্ষ আমার, এক পক্ষ তিনুকে চাই-ই, নইলে উকিলের জেরা সামলাতে আর ওদের কম্ম নয়।

বক্সী। তা তো বাবা, জানি তো বাবা, তোরা খুব মজবুত বাবা!

১ম সাক্ষী। মজবুত আর অমজবুত নয়, তুমি যে আমায় বলবে মকদ্দমা জিতলে "মাছ ধরলে মুড়ো দেব, ধান ভানলে কুঁড়ো দেব," আর মক্কেল যে তিনুকে খাবা দেবে, মকদ্দমা চুকলে বাপকাবাপি ফকোফক্ক ক'রে নেবে, তা এবার হচ্ছে না, তিন তিনবার ঠ'কেছি। এ মকদ্দমা হারলেও তিনটে বেচ্‌তে হবে, জিতলেও তিনটে বেচ্‌তে হবে, এ আমরা পাকা বুঝেছি। এই যতী মকদ্দমা ক'রলে, কে কিছু আছে? সকলকে তো তিনটে বেচে পাঁ ছেড়ে পালাতে হ'য়েছে। এখন দু'জনেরও মীমাংসা ব'লে মকদ্দমা ক'রতে বেরিয়েছ, মীমাংসা ব'লে পাঁ থেকেও বেরুতে হবে। নইলে হাই-কোর্ট থেকে মুড়ো খরচ ক'রে বদলে এসো, আমাদের পাচ্ছ না; তোমরা যে মাছের মুড়ো খাবে, আমাদের কাঁটা গোটা দেবে, তা চলবে না।

বক্সী। সাবাস! সাবাস! আমিই সেই মানুষ, না মক্কেলই সেই মানুষ! বাঁধন ছেড়ে এক পা চলবো না, এতে ভাল হোক আর মন্দই হোক।

১ম সাক্ষী । তা চলো আর না চলো—এই বলে গেলুম । বউভাতের সময় হ'য়েছে, পোয়া পাতা নিয়ে যেতে হবে, আমরা চল্লুম ।

[সাক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান ।

দীদি : ওগো আমি কাল মেলায় যাব, আমি সকালবেলা একটু মিছরির পানা খাই, বিকেল দুখানা বাতাসা ভিজিয়ে ; টকের মাছ নৈলে আমার একদিনও চলে না । নারকেল তেল নইলে মাথা ধরে, ঘি নইলে পেট গুড়্ গুড়্ করে, আর দুধ নইলে পাইখানা হয় না, আমার ঠিক যেন সব গোছান থাকে । আজই দেখুম, বড়বউ কেটকী মাছ আনিয়েছে, বেশ ঝালে দু'গাল খেয়ে যাব ।

বরুণী । (স্বগত) ওঃ—বেটারা যেন বাঙ্গালিনে ! ব্যাটাদের না হ'লেও চলে না,—আর ব্যাটারা বাড়ী চুকী চড় টান দেব । বদ্পথ দিয়ে দিয়ে যেতে হবে—বদ্পথ দিয়ে দিয়ে যেতে হবে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

বক্সীর অন্দর বাটী।

বক্সীগিন্নী শায়িতা, তৎকন্যা ভূতী।

ভূতী। ও মা, বেলা হয়েছে, এই না, ১০টা বেজে গেলো, উনুনে আগুন দিবি না?

গিন্নী। দাঁড়া বাছা, আফিংটা খেয়ে নি, তুই ততক্ষণ উনুনটা নিকিয়ে ঘুঁটেটা জেলে দে।

ভূতী। হাঁ! আমি তোমার এখন উনুন নিকুতে যাই, সই আসচে, খুঁটি খেলবো।

গিন্নী। এই দেখ, দখিন দু'খানা হাড় আছে, ক'জনে পড়ে খ'সে খ'সে যা; এ জন্মটা খাটতেই এসেছিনু, খেটে খেটে গতরটা গেলো।

ভূতী। ঘুমিয়ে গতরে পোকা প'ড়লো বল।

গিন্নী। ব'ল্বিই তো বাছা, ব'ল্বিই তো, কেমন গায়ের চামা! এই যে দু'বেলা থাবা থাবা ক'রে ভাত খাও, এ কার গতরে? পাথরে গড়া দেহ, তাই আজও চ'ল্ছে, মাটির শরীর হ'লে খ'সে খ'সে প'ড়তো।

(কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। মামী, আর ভুলোও, মুদি আর চা'ল দিলে না।

গিন্নী। কেন, ও পোড়ারমুখো—চা'ল দিলে না কেন?

কৃষ্ণ। ব'ল্লে—আগেকার দাম না চুকিয়ে দিলে সে চা'ল দেবে না।

গিন্নী। তবে বাছা, আর মুড়িটুড়ি এনে চালা। জেলায় যেতে একটা লংকা দিয়ে একখানি আবার পিঁড়েয় বেঁধে যাস্। খাবে ফুরতে পারবি নি, চোখ জড়িয়ে আসছে।

(বক্সীর প্রবেশ)

বক্সী। নাও নাও গীন্নির ভাত চড়াও, জেলায় যেতে হবে।

গিন্নী। চড়াব কি—আবার মাথা কেটে চড়াবো? এই মুদি চাল দেয় নি, পয়সা থাকে মুড়ি এনে খাও, ধর্ম্মে হয় আবার দুটী দিয়ো। ঘুম থেকে উঠে খাবো, নইলে যা খুসী করো।

বক্সী। হ্যাঁরে কেষ্টা, চাল দিলে না কি? বল্লিনি বেটী, এক বড় মামলা হাতে লেগেছে, জেলা থেকে এসে ওর দোকান শুদ্ধ কিনে নেব।

কৃষ্ণ। বলুম না!

বক্সী। কি বল্লি?

কৃষ্ণ। বলুম টাকার জন্য ভাবছিস্ কেন, বাবা জেলা থেকে এসে তোর চাল চুলো সব বেচে নেবে।

বক্সী। এঁ্যা তুই অমন ক'রে চটালি, আর সে চাল দেবে!

কৃষ্ণ। আমি আর কি মন্দ বলুম, তুমি দোকান শুদ্ধ কিনতে চাও, আমি না হয় তার উপর চাল চুলোটা বাড়িয়ে দিয়েছি।

বক্সী। এখন কি হয় বল্ দেখি, কি খেয়ে জেলায় বেরুই!

কৃষ্ণ। সে আমি কি জানি, এই যে সব সাক্ষীদের ব্যবস্থা করলে, আমার ব্যবস্থা কিছু ক'রেছ?

বক্সী। এঁ্যা—তাই রাগ ক'রেছিস্—তাই রাগ ক'রেছিস্? তোর ব্যবস্থা আগে! তুই কি চাস্?

কৃষ্ণ। আমার একটা ঘোড়া চাই। রোজ মাঠ দিয়ে আপ্তা থেকে আস্তে হয়, হাট থেকে বাজার ক'রে আন্তে হয়, হেঁটে আর পারিনি!

বক্সী। তা দেবো, তা দেবো, চট্ করে দু'টি চা'ল দিয়ে আয়।

গিন্নী। খবরদার যেতে পাবিনে, এত তাড়াতাড়ি উঠে এখন রাঁধে কে?

বক্সী। তুমি পড়ে থাকো—তুমি পড়ে থাকো, কুন্তী রাঁধবে এখন।

গিন্নী। কই রাঁধুক না, কুন্তীর কত বড় আস্পর্দ্ধা দেখি! সব্বার ব্যবস্থা হ'লো, আমি পড়ে পড়ে সব শুনছি, মাকীর ব্যবস্থা হ'লো, দীপির ব্যবস্থা হ'লো, জেঠার ব্যবস্থা হ'লো, আর আমার ভাঙ্গা বালা ভাঙ্গাই রইলো; মিন্সে, যদি এসে বল্তিস্, গিন্নি তোমার ভাঙ্গা বালা সারিয়ে দেবো, ঘরে কি চা'ল নেই, চা'ল আছে, আমি তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে হাঁড়ী চড়িয়ে দিতুম। কচু তুলে এনে দিতুম—কচু ভাতে দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিতুম।

বক্সী। এই কথা, এই কথা! ভাত রাঁধো, ভাত রাঁধো, মনে কর—হাঙ্গরমুখো বালা তুমি প'রেছো।

কুন্তী। জেঠা বাবা ঘোড়া চড়লে, মা হাঙ্গরমুখো বালা প'রলে, আর কুন্তী বানের জলে ভেসে এলো। আমি উনুন ভাঙ্গবো, কে রাঁধে দেখি।

বক্সী। ভাঙ্গিস্ নি—ভাঙ্গিস্ নি—তোর কি চাই বল্—তোর কি চাই বল্?

কুন্তী। আমার শৈলি দিদির মতন মাকড়ি চাই।

কৃষ্ণ। তুই কান বিঁধো—তুই কান বিঁধো,—বাবা তোকে সারি সারি মাকড়ি এনে দেবে।

কুন্তী। দেবে তো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁরে হ্যাঁ! মাসী, ভাত চড়াও, আমি একটা বড় দেখে মাছ আনি।

বক্সী। কিরে তোর হাতে কিছু আছে নাকি? থাকলে দাদা, আমায় আটগণ্ডা পয়সা ধার দিস্। তোমার মাথো, হাতে একটা পয়সা নাই।

কৃষ্ণ। থাক্বে আর কি, তোমার জ্বালায়, হাতে পয়সা থাক্লে লোকে বাপান্ত ক'রবে না?

বক্সী। তবে কি ক'রে মাছ আন্বি, তবে কি ক'রে মাছ আন্বি?

কৃষ্ণ। দেখ্‌রে জেলেকে বল্‌বো, যে মাছ দিবি তো দে, নইলে বাবা জেলু নামে নালিশে বা'র কর্‌বে। ব্যাটা পুকুরে মাছ ধর্‌তে দেবে এক্ষুণ, বড় মাছ একটা ধ'রে দিতে পথ পাবে না।

বক্সী। তবে যা বাবা, চট ক'রে একটা নিয়ে আয়। গিন্নি চট ক'রে দু'টো বেঁধে দাও, চট ক'রে ঝোল খেয়ে দু'গ্রাস খেয়েই বেরিয়ে পড়ি।

গিন্নী। তাড়া কেন্তা, মাছ আনিস্ এখন, বালা দেবে তো?

বক্সী। হাজারযুগো—

ভুতী। মাক্‌ড়ি দেবে?

কৃষ্ণ। তুই কান বিঁধো না।

গিন্নী। তবে যা বাবা, মাছ নিয়ে আয়, মুখটা কেমন পানসা হ'য়ে আছে, কাল্ চচ্চড়ি রাঁধ্‌বো। যা—যা—

কৃষ্ণ। খানিক দাঁড়াও, ঘোড়ার কথাটা কেন বাজিয়ে নিই।

বক্সী। টাট্টু ঘোড়াকে—টাট্টু ঘোড়া—নে বেরিয়ে পড়।

(চারিজনের গীত)

গিন্নী। দু'হাতে প'র্‌বো বালা দু'গাছি,
ভুতী। কাণ জুড়ে মাক্‌ড়ি প'রে হায় ক'রে বাঁচি,
কৃষ্ণ। চ'ড়্‌বো এবার টাট্টু ঘোড়া এঁচে তো আছি,
বক্সী। আয় আয়—চা'র জনে নাচি—
চা'র জনে নাচি।
গিন্নী। বালা পেলে ভাত বেড়ে দিই হাত নেড়ে,
ভুতী। মাক্‌ড়ি প'রে উনোন ধরাই ফুঁ পেড়ে,
কৃষ্ণ। ঘোড়া পেলে পিঠে চড়ি লাফ্ মেড়ে,

বক্সী। (গিন্নীর প্রতি) আজকে অমনি হাত নাড়ো,
(তৃতীয় প্রতি) বাছা অম্‌নি ফুঁ পাড়ো,
(কুকের প্রতি) নাও বেড়ে কেষ্টা গিয়ে—
কিনে আন্ ঘোড়ার দড়ি,
ভাবনা কি, মকদ্দমা বাগাচ্ছি !

সকলে। আয় আয়—চা'র জনে নাচি—
চা'র জনে নাচি।

পঞ্চম দৃশ্য।

খিড়কীর ঘাটের অপর অংশ।

(লাঠি হস্তে ছোট বাবুর ভৃত্য ও বড়বাবুর ঝি বঁটী হস্তে প্রবেশ)

ঝি। এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর কেলে বেরালের, বড় বাবু জেঠ্‌কী মাছের টাক্‌ড়ী খায়! আজ এই বাঁশ বঁটীতে কাট্‌বো।

নিধে। এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর বেঁড়ে গরুর, ছোট বাবুর ক্ষেতের বেগুন খায়, আমি এই নাদনায় ভাগাড়ে পাঠাবো।

ঝি। কি তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা, তুই বড় বাবুর গরু ভাগাড়ে পাঠাবি!

নিধে। কি বল্লি বুড়ি, তুই ছোট বাবুর পোষা বেরাল কাট্‌বি!

(ঝি ও ভৃত্যের গান)

ঝি। কাট্‌বো তোর কেলে বেরাল, ধার ক'রেছি বাঁস বঁটী।

নিধে। দেব ভাগাড়ে গরু, বাগিয়ে আছি এই লাঠি॥

ঝি। তোরই আজ নাক কাটি,

নিধে। তোরেই এই নাদ্‌না সাটি;

ঝি। এত বড় কেলে হলো—হাঁড়ী খেয়ে যায়,

নিধে। এত বড় বক্‌না বেঁড়ে—ক্ষেতের বেগুন খায়;

ঝি। এই বঁটীতে—

নিধে। এই লাঠিতে—

উভয়ে। ঘোচাবো দাঁত ছিরকুটি॥

ঝি। খুন হলি—

নিধে। এই গেলি—

ঝি। মর মড়া,—

নিধে। মর বেটা।

(মোহিনী ও মোক্ষদার প্রবেশ)

মোহিনী। ও গতরখাকীর বেরাল, ও চোকখাকীর বেরাল, ও হাড়হাবাতির বেরাল, তুমি আমার হাঁড়ীর কৈকী মাছ খাও! তোরে বেঁচিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো, যে গতরখাকী পুষেছে—তাকেও বেঁচিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো।

মোক্ষদা। ও ভাগাড়ে-মরনীর গরু, ও হাঁড়ীর ফেন-খাওয়ানীর গরু, ও হাড়হাবাতির গরু, ও বাবু-ঠেঙুনীর গরু, ও কসাই-মরনীর গরু, আমার ক্ষেতের বেগুন খাও! ঝাঁটার মুড়োয় তোর তত তোরে যে পুষেছে তার তত মুখ ভেঙে দেবো।

মোহিনী। তবে লো ভাতখাকী, ভাতার চাল বেচে কি না, তাই হাড়া কেড়ে মতি বেড়েছে, দেমাকে মটমট্ করছে।

মোক্ষদা। তবে লো ভাইখাকী—ভাতার কাপড়ের দোকান ক'রেছে, মাকুর হতো পাকিয়ে হাতে কড়া প'ড়েছে, তবু মটমটানি করে না—

মোহিনী। মলো মর মাড়াখাড়ুনী—খানকাড়ুনী—

মোক্ষদা। মলো মর বাবুঠেঙুনী,—গোলছুড়ি—

উভয়ে। প'লে প'লে পড়ো—প'লে প'লে পড়ো—

উভয়ে। (ঝাঁটা তুলিয়া) ও গতরখাকী, ও চোখের মাথাখাকী, ও ভাতখাকী—

(উমেশ ও সতীশের প্রবেশ)

উভয়ে। কি—কি—কি হ'য়েছে?

মোক্ষদা। দেখ না, বাবুঠেঙুনীর গরু আধাপাকা বেগুনটা খেয়ে গেল।

মোহিনী। এই দেখ না গোলাবাড়ুনী কালামুখীর কালো বেরালে আমার কাল্ কেওয়া মাছের মুড়ো খেয়ে গেল।

সতীশ। তুই গরু বাঁধী রাখতে পারিস নি!

উমেশ। তুই বাঁশবনটা দিয়ে দেয়ালের পয়নালা কাটতে পারিস্ নি? কি হে তুমি আমার গরু কাঞ্জী হাউসে পাঠাবে?

সতীশ। তুমি আমার দেয়াল কাটবে না কি?

উমেশ। কাট্‌বো, তুই কি কর্‌বি?

সতীশ। আচ্ছা কি কর্‌বে দেখ্‌বে, বেতনের জামিন ধ'রে নেবো। আমার গরু ছেড়ো দেখি বুঝবো, যদি কাঞ্জী হাউসে দশ কড়ায় না বেচাই, আমার নাম বদলে রেখো।

উমেশ। বটে বটে, আমার গরু দশ কড়ায় বেচাবি, এই রইলো খাওয়া দাওয়া মুখধোয়া, ফের জেলায় চল্‌ব। দেখি তুই ক'দমন সাম্‌লাস্? ফৌজদারীতে কা'র বাবা এসে তোরে বাঁচায়?

সতীশ। আমিও ফৌজদারী রুজু করি, আমিও চল্‌ব, আমি দেখছি, কোন্ গরুখোরানীর বাপ আমার ফৌজদারী সাম্‌লায়।

মোক্ষদা। ওগো দু'টি খেয়ে যাও, ওগো দু'টা খেয়ে যাও! এই বেলা থেকে দশ ক্রোশ হেঁটে আস্‌চো, এখনো পা ধোওনি।

সতীশ। না, আগে নালিশ রুজু করি, তবে নাওয়া খাওয়া।

[উভয়ের প্রস্থান।

মোহিনী। এই বেলা থেকে দশ ক্রোশ হড়্‌তে পুড়্‌তে আস্‌ছ— ওগো পা ধোও—মুখে হাতে জল দাও! সব কথা তোমায় বলিনি, তোমার মাথা গরম হ'য়ে যাবে, ঠাণ্ডা হ'য়ে শোনো, আস্পর্দ্ধার কথাটা শোনো,— ঝাঁটার মুড়ো দেখিয়ে বলে, তোর ভাতারের মুখে গুঁজে দেবো।

উমেশ। বটে এমন কথা আমায়! ঐ গোলাবাড়ীর বেটীকে তক চালান দিচ্ছি।

মোহিনী। ওগো দাঁড়াও—দাঁড়াও—

উমেশ। না, আমি দেখে নেব,—না, আমি দেখে নেব।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পুকুর ঘাট।

ছোটঠাকরুণ ও গ্রাম্যবধূগণ।

১ম বউ। ছোট্ ঠাকরুণ, ছোট্ ঠাকরুণ, শুন্‌লুম না কি, ছ' বৌ ফিরে এসে ধুলো পায়ে আবার মকদ্দমা কর্‌তে বেরিয়ে গিয়েছে?

ছোট ঠাক্। (মালা জপিতে জপিতে) কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট, কে জানে বাছা, পাঁচ জনের কথায় থাকিনি, শুনে বড়বকে আবার সাক্ষী দিতে নিয়ে গেছে,—বাছা, বেলায় হেঁটে হেঁটে সারা হ'লো,—তাই শুনেছি ওদের দু'জনের মকদ্দমা বেধেছে।

১ম বউ। কেন গো, তুমি তো সব জানো, এই তো গয়নের কাণ্ড তুমিই তো কা'ন করে নিয়েছ, ব'লেছিলে নইলে আবার ছেলেকে সাক্ষী দিতে যেতে দেবে না।

ছোট ঠাক্। কে জানে বাছা, একেলে মেয়ে, তোদের মুখে খই ফোটে, আমি অত জানবুঝ থাকিনে। আহ্নিক ক'র্‌তে পারিনে, তাই বড়বকে ব'লেছিলুম—একখানা গরদের কাপড় আনিস। কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট, বধূর আমার সারা হোন, মকদ্দমায় গিয়েছিস্, টাকা খরচ কর্, তা নয়। ছাই কেবল মালা মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, তাই ব'লেছিলুম, একটু সোনার তার হ'লে গলায় ঝুলিয়ে রাখ্‌তুম, আর ছিঁড়তো না, তা দিতে পারলে? আ-মর মিন্‌ষেরা—মকদ্দমা করছিস কি?

১ম বউ। তা দেখে গো দেখে; কিছু শুন্‌লে? আবার নাকি কি বকঝকা ক'রতে গেল?

ছোট ঠাক্‌। জানিনে বাছা, কারো কথায় থাকিনে। কেষ্ট—কেষ্ট—কেষ্ট!

[প্রস্থান।

২য় বউ। ওলো, ওকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলি? ও ছোট গিন্নীর পেটের কথা পাবি! ও বাড়ী এসেছিল, ওর মুখে শুন্‌লুম, ঐ ছোট বউয়ের মেজো বড় বউটার হাঁড়ি খেয়েছিল, আর বড় বউটার পর ছোট বউএর হিঁদের নেমন্তন্ন পেয়েছিল। এই দুই জেনে এসে শুদ্ধেই ধুলোপায়ে অমনি কেজ্জাটী ক'রতে জেলায় গেল।

১ম বউ। যাক বোন, যাক্‌, এই দেখ, দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে মকদ্দমাটী বেধেছে, তাইতে তো আমাদের সংসারটি চল্‌ছে। ব'ল্‌বো কি দিদি, শুধু নুন টাক্‌না দিয়ে আধপেটা ছ' মাস খেয়েছি। আহা! মেজের প্রাতঃ শক্তি দিনের আশীর্ব্বাদে যেন মকদ্দমাটী দু'দিন চলে।

২য় বউ। তা বই কি বোন্—তা বই কি বোন, বালা দু'গাছা জেনে দু'বছর বাক্‌সোর তোলা ছিল, দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে আজ হাতে দিয়েছি।

৩য় বউ। আমি বোন্‌, দেখেছিস্‌ তো এই; ছেঁড়া কাপড় গাঁট দিয়ে ছ'মাস প'রছি। এই নূতন কাপড় জোড়াটী পেয়েছি, যেন ধার দিয়ে প'রেছি, একটু মানুষের মত দেখাচ্ছে, কেমন নয় দিদি?

২য় বউ। আহা দিদি, তোমার মাথার সিঁদুর বজায় থাক্‌, অমনি জোড়া জোড়া কাপড় ঘরে আসুক।

৪র্থ বউ। আমারও দিদি তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে ছাড়ার এক জোড়া জুতো হ'য়েছে, শ্লেট-পেন্সিল-বই পেয়েছে, আমি এক জোড়া বেরবার কাপড় পেয়েছি, আর কালকলা এখন পাঁচ মাস কিন্‌তে হবে না। আর ব'লে গিয়েছে, এবার সাক্ষী দিলেই তার নাম বেরিয়ে যাবে।

লোকে দেখে ঘরে টাকা দিয়ে তাঁকে আদালতে নিয়ে যায়। ও মাঝি গুলি দেখে বিদ্যুতে বিদ্যুতে বড় চমৎকার সাক্ষী দেয়। যদিক ওকেই বাজনার সাক্ষী ক'রেছে।

২য় বউ। সাক্ষী দিতে ওর কাছে কেউ নয়। বকসী সাহেবের চাটপাটি ক'রে বাড়ীতে এনে তবে ওকে সাক্ষী ক'রেছে। তবে তেমন কিছু পেলে না, মোটে সোটা পাঁচশেক টাকা।

১ম বউ। তা দিদি, দেবতা-বাবুদের আশীর্বাদে আমাদের সকলেরই একটু সুদিন প'ড়েছে, তা—এখন দিন কতক চ'লে যায়।

(সকলের গীত)

জায়ে জায়ে তাঁয়ে তাঁয়ে বেঁধে যায় ঘরে ঘরে।
শিখেছে সাক্ষী দিতে, চলে খুব জুয়োর ক'রে॥
দু'কথা ব'লবে আর সুখী?
উঠলো খায় যা আছে শুধি;
ঘুমিয়ে উঠে পেটে পেড়ে,
কেন যে প'রে কত্তা পেড়ে,
চ'লে যাই কলসী কাঁকে হাত নেড়ে নেড়ে॥
দু'খানা গয়না প'রি,
তোয়াক্কা আর কা'রে করি,
ঘরঠাসা সাগিগিরি থাকে সব ঘরে ঘরে॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

জেলার বাসা।

কৃষ্ণধন ও দীপি।

কৃষ্ণ। আমার দুধ খেলে কে?

দীপি। ও বাবা, রাত্রে দুধটুকু নইলে আমার চলে না; পোড়ারমুখোরা আমার এক ছটাক দুধ রেখেছিল, তাই তোর দুধটুকু খেয়েছি, কিছু মনে করিস্ নি।

কৃষ্ণ। তা আর মনে ক'রব কি! তোর মা আমলের দুধ রেখেছিল?

দীপি। ও মা! কোথায়? আমলেরি বাটিতে জল দিয়ে পুরিয়ে রেখেছিল।

কৃষ্ণ। তা আমার দুধ টুকু খেয়েছিস্, বেশ ক'রেছিস্। (স্বগত) তোমায় এই দুধ খাওয়াই! (প্রকাশে) আ দীপি মাসী, তুই দুধ খেয়েই ভুলে থাকিস্, এই যে তুই এত ক'রে মকদ্দমাটা জোগাড় ক'রলি, তুই কি পাবি বল্ দেখি?

দীপি। ওমা—কোথায় কি পেলুম।

কৃষ্ণ। তাই তো বলি, শুধু দুধে জল দেওয়া নয়, আমায় ঠকিয়েছে। সাক্ষীদের সব জোড়া জোড়া টাকা, জোড়া জোড়া জুতো!

দীপি। তবে যে বলে আমাকেই সবার চেয়ে বেশী ক'রে দেবে!

কৃষ্ণ। হুঁ! তুই সাদা মানুষ, তোকে কথায় ভুলিয়ে রেখেছে। কে কি পেলে তোকে আমার মুখেই শোনাচ্ছি। কোথায় দাঁড়াবি বল্ দেখি? এই মাদুরটা মুড়ি দিয়ে দাঁড়া; আমি জোনাবুড়ি কে কি পেয়েছে, তোরে সব শোনাচ্ছি।

(দীপির মাদুর মুড়ি দিয়া অবস্থান)

(বক্সীর প্রবেশ)

বক্সী। না, বুঝ্‌লে না, ও বণিকের আক্কেল টাক্কেল সব গিয়েছে,—

কৃষ্ণ। কি বাবা কি ?

বক্সী। ওই বণিক, বুড়ো হ'য়ে ওর আক্কেল টাক্কেল কিছু নেই। দু'টো ভাই ঝগড়া ফৌজদারী ক'র্‌তে এলো, তাদের কি না বুঝিয়ে পড়িয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দিলে! আমি এত ক'রে বুঝিয়ে বল্লুম, এ তাল ক'রে কোর্ট-কাছারীতে পাঠাও, ঐ দু' ভাইকে লড়াও। তা কি বল্লে জানিস্‌,—সে না না,—এই দু'টোকে লড়ালে এক কুটুম বিনে বলা কইয়ে দেবে—দেবে মানুষ নিয়ে মকদ্দমা চ'ল্‌বে না। ক্ষেপে টেপে এসেছিলো!

কৃষ্ণ। বাবা, বণিকের মতলব আছে, তুমি সাদা লোক বোঝো না।

বক্সী। কি মতলব বল্‌তো—কি মতলব বল্‌তো ?

কৃষ্ণ। তুমি মনে কচ্চ, দু'জনে সাক্ষোসে মকদ্দমা চালাবে, যাতে খুব কতক চলে।

বক্সী। হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো—

কৃষ্ণ। বণিকের কি মতলব জানো ? ও টপ্‌কা দিয়ে মকদ্দমা ভাঙ্গে দেবে, তা হ'লে ছোটবাবু ব'লেছে নগদ পাঁচশো টাকা বণিককে দেবে।

বক্সী। বটে ?

কৃষ্ণ। বটে কি বল্‌ছ, তবে আর ওদের সাক্ষীকে লুকিয়ে লুকিয়ে শুন্‌তে আসে কি ?

বক্সী। শুন্‌তে আর কি আস্‌বে, তোরাও ওদের কাছে যাস্‌, ওরাও তোদের কাছে আসে।

কৃষ্ণ। তবে সাম্‌না সাম্‌নি এলে না কেন ? কানাচ থেকে, মানুষের ভেতর লুকিয়ে শুনে যায় কেন ? আর বোকোনা, তুমি বড়বাবুকে ব'লছিলে যে আমি ফাঁকি দিয়ে মকদ্দমা জিতিয়ে দিচ্চি, আবার কি দেবে ? সে কথা বণিকটে কি ক'রে জান্‌লে ?

বক্সী। মল্লিক জেনেছে না কি—মল্লিক জেনেছে না কি?

কৃষ্ণ। জানে না, আবার সে কথা জেকে ব'লে! ব'লে—"তোমার বাবার আক্কেল দেখেছ, একদিকে আমায় বল্লেন মকদ্দমা চলুক, আর ওদিকে সাক্ষী দিয়ে মকদ্দমা জিতে নেবার সাক্ষী শেখান।" আমি বল্লুম—"না না!" ব'লে—"আমার সাক্ষী লুকিয়ে গিয়ে শুনে এসেছে, আমি না ব'লেই শুনবো!"

বক্সী। ও—বুঝেছি, বুঝেছি! সাক্ষীরে লুকিয়ে গিয়ে খবর দিয়েছে, এই আমার মতলব লুকিয়ে লুকিয়ে চালাচ্ছে। তলে তলে সাক্ষীদের আর এক রকম শেখাচ্ছে। ছোট বাবুর কাছে পাঁচশো টাকা বক্সিস্ বাঁধবে! খোট্টা, তুই তকে তকে থাকিস্; এবার মল্লিকের সাক্ষী যদি লুকিয়ে এসে শোনে, আমায় বলিস্ তো!

কৃষ্ণ। বাবা, ঐ মাদুরের ভেতর কি গো?

বক্সী। ওরে তাই তো রে—নড়চে যে!

কৃষ্ণ। বাবা, এই লাঠি নাও, গোবেক্কেল ঠ্যাঙাও—গোবেক্কেল ঠ্যাঙাও।

বক্সী। (লাঠি লইয়া) তবে রে ব্যাটা লুকিয়ে শুনছ? তবে রে ব্যাটা মতলব জেনে নিয়ে যাবে! তবে রে ব্যাটা—পাজী ব্যাটা—নচ্ছার ব্যাটা—(প্রহার)

জীপি। (মাদুর হইতে) ওরে বাপ্ রে গেলুম রে—আমি জীপি—আমি জীপি—

কৃষ্ণ। বাবা, লোক্সে জীপি সেজেছে।

বক্সী। বটে!— (পুনঃপ্রহার)

(জীপির মাদুর হইতে বাহির হওন)

(কৃষ্ণধনের পলায়ন)

গাঃ—তাই তো জীপিই বটে!

দীপি। ও কেষ্টা, তোর বাপ কোন খানে থাক রে, তোরে গুলাগিলি দেবো দিক্ রে, যা শেকলা তোর চোখ খাক্ রে, আমার পরাণ ভেঙে হ'লে গেল রে—ওরে এত লোক মরে, কেষ্টা মরে না রে—যমরাজার মুখে নুড়ো জেলে দিইরে—কেষ্টাকে নিতে পারে না রে!

বক্সী। দীপু, কিছু মনে ক'রো না—মনে ক'রো না—

দীপি। ওরে বক্সীর বাপ বাঁচে না রে, আমার যে শক্তর ছেড়ে দিলে রে, কেষ্টার বাবা কেষ্টা ছোঁড়া চুলিতে চড়ে না রে—

বক্সী। ও দীপু, ও দীপু—আমি খুব শাসিত ক'রে দিচ্ছি, খুব শাসিত ক'রে দিচ্ছি—

দীপি। ওরে বাপ্ রে—কোথা যাবরে—যমরাজা চোখের মাথা খেয়েছে—ওরে—কেষ্টার বাবা কেষ্টাকে দেখ্তে পায় না রে—

[প্রস্থান।

বক্সী। ও দীপু, ও দীপু—

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

আদালত সংলগ্ন উকীলের বার।

উকীলগণ।

১ম উকীল। আঃ ভাল এক আবকার ঝাঁটির মকদ্দমা, জ্বালাতন ক'রেছে। ঘোর্ঘোর ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্!—

২য় উকীল। আরে আমারও যে ঐ বালাই।

১ম উকীল। কেসটা খুব—

২য় উকীল। কেস থাক্লে কি হয়, আবকার ঝাঁটির ফী আর কত? তা থেকে আবার মল্লিক বেটাকে দিতে হবে।

১ম উকীল। আমারও বক্শী বেটা হাঁ ক'রে আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) ইস্ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যেতে হবে।

[১ম উকীলের প্রস্থান।

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। ম'শায় ম'শায় আজ মকদ্দমা ডাক হবে।

২য় উকীল। আমার মুন্সিরকে দাঁড়াতে ব'লো,—আমি সবজজের কোর্টে যাচ্ছি।

সতীশ। ম'শায়, আপনি না দাঁড়া'লে মকদ্দমা হার হ'য়ে যাবে।

২য় উকীল। ভয় কি, আমি আপিলে জেতাবো।

সতীশ। দোহাই ম'শায়, একবার দাঁড়ালেই মকদ্দমা জিত হয়।

২য় উকীল। পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তোমার মকদ্দমায় কত দ'সে থাকবো,—পোষাণ কি দাও, তোমার কত দ'সে থাকছি।

[২য় উকীল ও তৎপশ্চাৎ সতীশের প্রস্থান।

(মুহুরী ও উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। ম'শায় আপনাকে পাঁচ পাঁচ টাকা দিলুম, দ'য়েন হাজিরচ ক'রবেন, উনি তো এখনি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাচ্ছেন।

মুহুরী। শিগ্‌গীর আর দশ টাকা দেন, আমি এখনি আটকাচ্চি।

উমেশ। কি বার টাকা দিতে গেলে আর তো প্রাণ বাঁচে না ম'শায়।

মুহুরী। মকদ্দমা ক'রতে এসেছেন, খরচা নইলে হয় ? ওদিকে আপনার ভাই বিষয় বাঁধা রেখে টাকা হাতে ক'রে বড় বড় টাকা ঢালছেন।

উমেশ। ম'শায়, মাগের গয়নাগাঁটী বাঁধা দিয়ে যা ছিল এনেছি।

মুহুরী। বিষয় বাঁধা দেন—বিষয় বাঁধা দেন—আমার হাতে মহাজন আছে। মকদ্দমা কিনারা ক'রে দিচ্চি,—টাকা আনুন—টাকা আনুন—

উমেশ। ম'শায়, বিষয় আর কি, বিষয় বাঁধা দিয়ে কাপড়ের ক'রেছিলুম, তা এই ছয় মাস মকদ্দমায় ঘুরে ঘুরে সেটাও খুইয়েছি।

[প্রস্থান।

(বকশীর প্রবেশ)

বকশী। বড় বাবু, বড় বাবু, বাসায় চলুন, খরিদ লুট দিতে হবে,—বিধুবাবুকে খাড়া ক'রে মকদ্দমা পোসবান দিয়েছি। ছোট বাবু উকীলটুকীল দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, মকদ্দমা চালা'তে দিলুম না। মক্কেল ক্যা ক্যা ক'চ্চে।

(চাপরাসির প্রবেশ)

চাপ। বাবু হামি লোক তো বখ্‌সিস্‌ কিছু পেলো না।

বকশী। পাবে—পাবে। (উমেশের প্রতি) বড় বাবু, কিছু দিন।

উমেশ। ওদের আবার ক'বার হেলো?

বকসী। এই ছ'মাসে বার তিন দিয়েছেন বই' তো না, কিছু দিয়ে দিন, কিছু দিয়ে দিন,—এদের হাতে রাখা চাই, কখন কি কাজ পড়ে।

চাঁপ। বকসী ম'শায়, কিছু হুকুম হোক।

বকসি। দিচ্ছেন, এসো—এসো—

উমেশ। (স্বগত) কি বকধার্মীতেই প'ড়েছি।

[সকলের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

জেলার বাসা।

সতীশ, মল্লিক ও সাক্ষিগণ।

নারাণ। শুনেছেন ছোট বাবু, শুনেছেন মল্লিক ম'শায়,—বড় বাবুর বাসায় যে খুব ধূম পড়ে গিয়েছে। আজ এই বাদ্‌লার দিনে খিঁচুড়ীর ব্যবস্থা হ'য়েছে. বড়বাবু নিজে আজ তপ্‌সে মাছ কিন্‌তে বাজারে গেছেন। তিনি ব'লেছেন, আজ নিজে হাতে বাজার ক'রে সবাইকে খাওয়াবেন। আমাদেরও টক্কর দেওয়া চাই, বড়বাবুর দল যে জিতে যাবেন, তা হ'চ্চে না। ছোটবাবু, আপনাকে আজ নিজে বাজার ক'রে এনে আমাদের খাওয়াতে হবে।

মল্লিক। নারাণ আমাদের খুব তৈরি, তুমি এ খবর কোথায় পেলে?

নারাণ। পেঁচো লুকিয়ে এসে ব'লে গেল মল্লিক ম'শায়! ছোট বাবু, আর দেরী ক'র্‌বেন না, বেরিয়ে পড়ুন। কা'ল সকালে যে বড়বাবুর দল আমাদের ঠাট্টা ক'র্‌বেন, সেটী হ'চ্চে না। আর ভাব্‌চেন কি, মকদ্দমায় আপনি পাকা জিত্‌বেন,—এ তো আদালত শুদ্ধ সবাই ব'ল্‌চে।

বেচারাম। ঠিক ব'লেছ নারাণ দা, আমাদের টক্কর দেওয়া চাই, নইলে সাক্ষীরা সব দ'মে প'ড়্‌বে।

মল্লিক। এই দুর্য্যোগে ছোট বাবু একা কোথায় বেরুবেন? তোমরা না হয় কেউ গিয়ে তপ্‌সে মাছ, আর যা যা চাই, কিনে আনো।

নারাণ। কি ব'ল্‌ছেন মল্লিক ম'শায়, বড় বাবু নিজে হাতে আজ সব বাজার ক'র্‌বেন, তপ্‌সে মাছ কিন্‌বেন। ছোট বাবু যদি আজ একা না বেরোন, তা হ'লে তো অপমানের এক শেষ, দাঁড়িয়ে মাথা কাটা

যাবে যে! সাক্ষীরা যে সব বুক ভাঙ্গা হ'য়ে প'ড়্বে, কা'ল ফূর্ত্তি ক'রে সাক্ষী দেবে কি ক'রে?

সকলে। না এ অপমান আমরা স'ব না। ছোট বাবু, আমাদের মান রক্ষা করুন।

মল্লিক। তোমরা স্থির হও—স্থির হও। একটা আবদার ক'চ্চ, ছোট বাবু এত স'চ্চেন, এটা কি আর সবেন না! কি বলেন ছোট বাবু?

সতীশ। তা তোমাদের যখন সাধ হ'য়েছে, যাচ্চি তা আর কি! নিধে, আমার ছাতিটা আন্,—আর মনিব্যাগ্‌টা দে।

নারাণ। নিধেকে সঙ্গে নেবেন না ছোট বাবু, আপনাকে একা যেতে হবে, নইলে টক্কর দেওয়া হবে না। পেঁচো ব'লে গেল, বড় বাবু একা গেছেন।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ টক্কর দেওয়া চাই, ছোট বাবু আপনি একা যান।

সতীশ। তা বেশ,—আমি একাই যাচ্চি! ছাতিটে এই দম্‌কা হাওয়ায় টেঁক্‌বে তো?

নারাণ। খুব টেঁক্‌বে—না হয় তোয়ালেটাও সঙ্গে নেন, দরকার হয় মাথায় দেবেন। একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মান বজায় থাক্‌বে।

মল্লিক। তোমাদের খামকা এ আবার কি একটা খেয়াল উঠ্‌লো, ছোট বাবু সমস্ত দিন আদালতে ঘুরে হায়রাণ হ'য়েছেন—আবার এই কষ্ট।

সতীশ। না না, তা আর কষ্ট কিসের, কষ্ট কিসের!

মল্লিক। দেখ্‌বেন, সাবধানে যাবেন, রাস্তায় বড় কাদা, বেশী ভিজ্‌বেন না।

[ছাতি ও মনিব্যাগ্‌ লইয়া সতীশের প্রস্থান।

নারাণ। নিধে, গোটা চা'র কল্‌কে সেজে আন।

মল্লিক। নিধেকে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই হ'তো, বড্ড কষ্ট হবে।

নারাণ। তা হ'লে মল্লিক ম'শায়, আমাদের নিজে হাতে তামাক সেজে খেতে হ'তো।

সকলে। বেঁচে থাক বাবা নারাণ, বলিহারি তোমার বুদ্ধি! আজ ভারি মজা! ভারি মজা!

মল্লিক। নারাণ, তুমি বড্ড বাড়িয়ে তুল্লে, দেখ, আবার নেবু তেতো না হ'য়ে যায়। বৃষ্টি-কাদার হাত এড়াতে তারা তো দেখ্‌ছি বড় বাবুকে বাজার ক'র্‌তে পাঠিয়েছে, তুমিও সেই চালাকি ক'র্‌লে—দেখ্‌লে না, ছোট বাবু গম্ভীর হ'য়ে, বেশী কথা না ক'য়ে চলে গেল।

নারাণ। কিছু ভাব্‌বেন না মল্লিক ম'শায়, যে পর্য্যন্ত মাম্‌লার একটা ভাল-মন্দ না হ'য়ে যাচ্চে,—বাবা ব'লে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত মুক্ত ক'র্‌বে। নাও হে স্ফূর্ত্তি করো, গান ধরো—

(সকলের গীত)

আমাদের তালিম দিতে হয় না আর।
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর,
ঘাড়ে চেপে বসি যার॥
জোটে না মুড়ি ঘরে, মণ্ডা ফেলি থু থু ক'রে,
বসি যে বায়না ধ'রে, পেতে দেরী হয় না তার॥
ধুতি চাদর কামিজ জুতো, সেমিজ সাড়ী মিহি সূতো,
চোখ্‌ রাঙ্গানি দিই পেলে ছুতো;
উড়্‌ছে মজা, আফিং গাঁজা, দুধে বাঁটা সিদ্ধি তাজা,
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা;
কান্‌ট্রি লিকার, ঢালো দেদার,
চাট খেয়ে নাও যে সখ যার॥

দশম দৃশ্য।

বাজারের সম্মুখ।

(উমেশের প্রবেশ)

উমেশ। কি ঝক্‌মারী ক'রেই মাম্‌লা ক'র্‌তে এসেছিলুম। জলের মত টাকা খরচ হ'চ্চে, ব্যবসা-বাণিজ্য তো চুলোয় গেল,—দেনায় সর্ব্বস্ব বাঁধা, কষ্টের এক শেষ,—ঘেন্নায় যাদের সঙ্গে কথা কইতুম না—তাদের মন জোগাতে হ'চ্চে। যারা সাম্‌নে ঘেঁস্‌তে সাহস ক'র্‌তো না, এখন তারা হুঁকো হাতে ইয়ার্‌কি দিতে আরম্ভ ক'রেছে। দীপি হ'য়েছে গুরুঠাকুরুণ, বক্‌সী বেটা কেবল দাঁওয়ের চেষ্টায় ফির্‌চে, সাক্ষীগুলো তো জোনাজুতি হ'চ্চে। উকীল মোক্তার হ'য়েছে ইষ্টিগুরু,—মুখে মধু ঢেলে দিচ্চে—আর কেবল টাকা দাও। এই দুর্য্যোগে কুকুর-বেরালে বেরোয় না, ব্যাটারা খিচুড়ী খাবেন, গরম গরম তপ্‌সে মাছ খাবেন, আর এই বৃষ্টি-কাদায় আমি বাজার ক'র্‌বো! বাবুরা কাদায় পা দেবেন না, গায়ে জল লাগাবেন না, সর্দ্দি হবে! রাস্তায় আলোগুলো দেখ্‌ছি, জলঝড়ে সব নিভে গেছে। তপ্‌সে মাছ এখন কোথায় পাই? এই দিক্‌টে পানে বাজার নয়? অন্ধকারে কিছু দেখ্‌বার জো নেই,—তিনবার আছাড় খেয়েছি, ছি ছি—এতও অদৃষ্টে ছিল! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! মেয়েমানুষের কথায় নেচে একটা তুচ্ছ আমড়াগাছের জন্য ধনে-প্রাণে গেলুম!

(সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। কি ঘোর অন্ধকার! সহরে একটা আলো নাই,—ঝড়ে সব নিভে গেছে,—ছাতাটা যে কোথায় উড়ে গেল, তার পাত্তাই পেলুম না,—

তিনবার প'ড়্তে প'ড়্তে র'য়ে গেছি ; এতও অদৃষ্টে ছিল !—চৌধুরী ম'শায়ের কথা শুনে যদি আমড়াগাছটা দাদাকে ফিরিয়ে দিতুম, তা'হ'লে এতটা লাঞ্ছনা আর সইতে হ'তো না। ছ'মাসে মকদ্দমা শেষ হ'ল না! ধানচা'লের ব্যবসা তো বরবাদে গেল—দেনায় বিষয়-আশয় বাঁধা পড়্লো! পাঁচ ব্যাটার পরামর্শে ধনে-প্রাণে মজ্তে ব'সেছি,—পাঁচু মল্লিক মাম্লা-বাজ হ'লেও একটু ভদ্রলোকের চাম্ড়া গায়ে আছে জান্তুম্,—চৌধুরী ম'শায়ের সঙ্গে যে দিন ঝগড়া হয়, সেই দিনই খট্কা লেগেছিল,—তখনও যদি সাম্লাতুম, তা হ'লে এত দুর্গতি হ'তো না। ইচ্ছে হ'চ্চে বাড়ী চ'লে যাই,—ব্যাটারা উপোস করুক। ছোটলোক ব্যাটারা গরজ বুঝে, এই জলঝড়ে আমায় বাজার ক'র্তে পাঠিয়ে দিলে, আর আপনারা বাসায় ব'সে ইয়ারকি মার্বেন! বাজারটা এই দিকে নয় ?

(অগ্রসর হওন এবং অন্ধকারে উমেশের গায়ে ধাক্কা লাগন)

উমেশ। (পড়িয়া গিয়া) আরে আরে—গেলুম্ গেলুম্,—কে হে তুমি বেয়াদব! কেমনতর লোক বটে—রাস্তায় মানুষ চলেছে—দেখ্তে পাচ্ছ না।

সতীশ। কে ? দাদা না কি ? ওঠো ওঠো—(ধরিয়া তুলিয়া) তপ্সে মাছ কিন্তে এসেছ ?

উমেশ। কেও সতীশ ? আর ভাই—

সতীশ। দাদা আর মাম্লা ক'রে কাজ নাই, আমড়াগাছ আমি তোমাকে দিলুম,—আমি বড় বউদিদির গিয়ে পায়ে ধ'র্বো, মকদ্দমা মিটিয়ে ফেলো,—আর ছোটলোকের খোসামোদ ক'র্তে পারি না।

উমেশ। না ভাই, তোমার আমড়াগাছ তুমিই নাও, মেয়ে মানুষের কথায় জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। পৃথক্ হবার সময় পাঁচ-জন মধ্যস্থে যেরূপ ভাগ ক'রে দিয়েছিল, তাতে আমি দু'টো আপত্তি ক'রেছি, তুমি হাসিমুখে আমার জিদ্ বজায় রেখে ভাগ নিয়েছ। আমার

স্ত্রী হ'য়েছে শত্রু, তার পরামর্শেই তোমার মত লক্ষ্মণ ভাইকে পর ক'রেছি। তুমি সত্যিই ব'লেছিলে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আর আমার সংসার-ধর্ম্মে কাজ নাই, পৃথক্ হওয়া থেকে একদিনের জন্যও শান্তি পাই নাই। তোমায় সব লিখে পড়ে দিয়ে আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যাব।

সতীশ। দাদা ঠাণ্ডা হও,—পাঁচজনের কথায় নেচে—তোমার মনে যে ব্যথা দিয়েছি, ছোটভাই ব'লে মাপ করো। পাঁচ বছরের সময় মা মরে যান, আমি বাবাকে আর তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও জান্‌তুম না। তোমার কোলেপিটে চ'ড়ে মানুষ হ'য়েছি। সেই দাদাকে আমি স্ত্রীর পক্ষ হ'য়ে কটু কথা ব'লেছি, শত্রু ক'রেছি! দাদা আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমার সুমতি হোক্। (পদধূলি লওন)

উমেশ। (আলিঙ্গন করিয়া) ভাই ভাই, এতদিনে আবার ফের ভাই পেলুম। চল্ ভাই, চৌধুরী ম'শায়ের বাসায় দু'জনে যাই, কাল সকালে বাড়ী ফিরে যাব। চৌধুরী ম'শায় আহ্লাদ রাখ্‌বার জায়গা পাবে না। থাক্ বেটারা বাসায় উপোসী।

সতীশ। আমিও দাদা তাই মনে ক'চ্চি, আর ছোটলোক বেটাদের যেন মুখ দেখ্‌তে না হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

সহরের পথ।

(বক্‌সী ও কৃষ্ণধনের প্রবেশ)

বক্‌সী। তাই তো বাবা কেষ্ট, বড় বাবু কোথায় গেল বল্‌ দেখি ? কিছু তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

কৃষ্ণ। মামা, আর তোমার বুঝে কাজ নাই, স'রে পড়ি এসো। বেটারা কাল থেকে উপোস ক'রে সব হ'ন্যে হ'য়ে আছে, তোমাকে না খেলে বাঁচি।

বক্‌সী। পেটুক বেটারা খামকা গরম গরম তপ্‌সে মাছ দিয়ে খিচুড়ি খাবার ফ্যাচাং তুলে দেখ্‌ছি সব মাটী ক'র্‌লে। বড়বাবুকে তো চার্‌দিকে খুঁজ্‌তে পাঠিয়েছি, কোন ব্যাটার তো দেখা নাই। চাকর বেটাকে পাঠালুম, সে বেটাও তো ফির্‌লো না।

কৃষ্ণ। মামা, পালাই চলো, বেটারা সব গরম গরম খিচুড়ি খাবার লোভে কেউ ভাং খেয়ে, কেউ মদ খেয়ে, কেউ গাঁজা খেয়ে মৌজ ক'রেছিল, বড় বাবুর তো দেখা নেই, ক্ষিদের চোটে কোন বেটা জল খেয়ে বমি ক'র্‌তে লাগ্‌লো, কোন বেটা বড়বাবুর পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, বড়বাবুর চাকর বেটার উপর শেষটা তম্বি প'ড়্‌লো, সে বেটা প্রহারের ভয়ে কোথায় স'রে পড়েছে। এখন তোমার উপর সব রুখেছে। বড়বাবুর দেখা না পেলে তোমাকে নিয়েই প'ড়্‌বে। ভাল মন্দ হ'লে মামী আমাকেই দুষ্‌বে। বেটারা সব মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। বড়বাবুর আশা ছাড়ো, এখনো বল্‌চি—পালাই চলো।

বক্‌সী। দাঁড়া, দাঁড়া, সন্ধান নিই,—মানুষটা কোথা গেল।

কৃষ্ণ। আর কি সন্ধান নেবে? বড়বাবু স'রেছে। মামা, মামা, বুঝি ছোট বাবুও স'রেছে, ঐ পাঁচু মল্লিকের হাল দেখ।

(সাক্ষিগণ-বেষ্টিত হইয়া উন্মাদাবস্থায় পাঁচু মল্লিকের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। কি মল্লিক ম'শায়, কাল কেমন খিচুড়ি খেলেন? আমাদের খিচুড়িতে বামুন বেটা বড় লঙ্কা দিয়েছিল। (জনান্তিকে বক্‌সীর প্রতি) মামা, স'রে পড়ো।

মল্লিক। তোর মাথা দিয়েছিল!

কৃষ্ণ। আপনাদের খিচুড়ি শুনলুম না কি অতি উত্তম হ'য়েছিল? (বক্‌সীর প্রতি) মামা, স'রে পড়।

মল্লিক। তোর গুষ্টির পিণ্ডি হ'য়েছিল, এখন পালাই কোন্ দিকে বল্?

মরিশি। তা আর জানিনি, পালাবে বই কি? ফের ঘা কতক দেবো না কি? এখনো বল্‌চি শালা, কোথায় কি আছে বার কর, ক্ষিদের চোটে এবার বেটা তোকেই খাব।

মল্লিক। তাই খা বাবা, একেবারে খেয়ে ফেল্, আর প্রহার দিস্ নি, সর্ব্বাঙ্গ থে তো হ'য়ে গেছে।

(দীপি ও বক্‌সীর তরফের সাক্ষিগণের প্রবেশ)

বক্‌সী। এই যে সব আস্‌ছে। কি হে, কোন সন্ধান ক'র্‌তে পার্‌লে?

বেচারাম। রেখে দাও তোমার সন্ধান, ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বল্‌ছে। নাও, কি ট্যাঁকে আছে বা'র করো, খাবার কিনে আনি।

বক্‌সী। আমি কি ঘর থেকে পয়সা এনে মাম্‌লা লড়্‌তে এসেছি, তোমরা যে দেখ্‌ছি, বাড়াবাড়ি ক'রে তুল্লে!

১ম সাক্ষী। তবে ধর বেটার চুলের মুটি! সাক্ষীদের খেতে দেবার মুরোদ নেই, মাম্‌লা তদ্‌বির ক'র্‌তে এসেছিস্? (প্রহার)

দীপি। খেতে দিতে পার্‌বি নি, মাম্‌লা ক'র্‌তে এসেছিস্‌, ছোঁড়ার ব'ল্‌ছে মন্দ কি ?

কৃষ্ণ। (সাক্ষিগণের প্রতি) ওহে, থাম, থাম, (দীপির প্রতি) দীপি মাসী, তোর তাগা গাছটা যদি দিস্‌, আমরা খেয়ে বাঁচি।

সকলে। দীপি মাসী, দীপি মাসী, তাগা খুলে দে—তাগা খুলে দে।

(একজনের তাগা খুলিয়া লইতে অগ্রসর হওন)

দীপি। ও মুখপোড়া, আমার তাগা দেব কি, আমার তাগা দেব কি ? আরে বাপ্‌রে, এরা ডাকাত রে ! (পলায়ন)

সাক্ষিগণ। ধরো—ধরো (কতক সাক্ষীর পশ্চাৎ ধাবন)

কৃষ্ণ। মামা, দেখ্‌ছ কি—স'রে পড়, ফির্‌লে তোমার মাংস খাবে !

(বেগে একজন সাক্ষীর প্রবেশ)

সাক্ষী। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বড়বাবুকে খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি, একখানা গাড়ী ক'রে বড়বাবু আর ছোট বাবু চলেছে, গাড়ীর উপরে দু'জনের দুই চাকরও র'য়েছে। বোধ হয় তারা বাড়ী যাচ্চে ; চৌধুরী বুড়ো নিশ্চয়ই এই খেলা খেলেছে। আমাদের দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে চাকর দু'বেটা ব'ল্লে—"বাবুরা—খিচুড়ি খেলে কেমন ?"

বক্‌সী। এঁ্যা, ওরে কেষ্টা, ধর—আমি মূর্চ্ছা যাব। (মূর্চ্ছা)

মল্লিক। এঁ্যা—এঁ্যা—সব মাটী—সব মাটী, (হঠাৎ লাফাইয়া নারাণকে ধরিয়া) ওরে বেটা নারাণে, খিচুড়ি এখন খা বেটা—(কার্ত্তিককে ধরিয়া) ওরে বেটা কার্ত্তিক, আমায় খুন্‌ ক'র্‌তে চেয়েছিলি না ? খুন্‌ কর—এখনই খুন্‌ কর বেটা ! (একবার নারাণকে ও একবার কার্ত্তিককে প্রহার করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায়) খিচুড়ি খা বেটা—খুন্‌ কর বেটা, খিচুড়ি খা বেটা, খুন কর বেটা !

সাক্ষিগণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কর কি, কর কি ?—মল্লিক পাগল হ'লো নাকি ?

—পাগল হ'লো নাকি ?

কৃষ্ণ। ওগো তোমরা এদিকে দেখ, মামার যে আমার এখনো মূর্চ্ছা ভাঙ্গচে না—

বক্সী। (পড়িয়া) ওরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গ্‌বে কিরে বেটা, আমি যে কত আশা ক'রেছিলুম ! (হঠাৎ উঠিয়া কৃষ্ণধনকে জড়াইয়া) বাবা কৃষ্ণধন, আমি যে বড় আশা ক'রেছিলুম বাবা, তোর মামী বালা না পেলে সাত দিন প'ড়ে ঘুমোবে যে বাবা ! ভূতী মাকড়ির জন্যে আমার গায়ের মাংস আঁচ্‌ড়ে নেবে।

কৃষ্ণ। আর কেঁদো না মামা, আর কেঁদো না ; তুমি বেঁচে থাক্‌লে মামী আমার কত বালা পর্‌বে—ভূতী সারবন্দী মাকড়ি পর্‌বে। আহা মা'র খেয়ে মামার আমার অঙ্গ ফুলে উঠেছে !

(দীপি ও তৎপশ্চাৎ সাক্ষিগণের পুনঃ প্রবেশ)

দীপি। ও পোড়ারমুখো বক্সি, ও পোড়ারমুখো মল্লিক, ওরে আমার তাগা খুলে নেয় যে রে, আর আমি যে ছুটে পালাতে পার্‌লুম না রে !

১ম সাক্ষী। খুলে নাও—খুলে নাও, আমি এক হাত ধ'রেছি, খুলে নাও—

দীপি। ওরে, কুলতলার ঘাটে যা রে—তোদের মাগেরা হব্বিষ্যি চড়াগ্‌রে—ওরে আমি যে বড় সখ ক'রে তাগা প'রেছি রে—ওরে তোদের ওলাবিবি পেটে সেঁদুগ্‌রে—

১ম সাক্ষী। চল্ চল্ খাবারের দোকানে চল—

২য় সাক্ষী। খাবার এখন থাক্—আগে খোঁয়ারি ভাঙ্গিগে আয়—

[তাগা লইয়া সাক্ষিগণের প্রস্থান।

বক্সী। দীপু ! সর্ব্বনাশ হ'লো—

দীপি। ওরে বাপ্ রে—আমার তাগা গেল রে—

বক্‌সী। মল্লিক—

মল্লিক। হায় হায়!

কৃষ্ণ। চলো মামা—চলো মল্লিক ম'শায়, আবার বেটারা ফির্‌তে পারে—

বক্‌সী। বাবা কৃষ্ণধন, আমার ঠ্যাং ধ'রে টেনে নিয়ে যাও, আমি আর নড়্‌তে পারি না।

কৃষ্ণ। মামা, আস্তে আস্তে নড়—

মল্লিক। হায় হায়!—

দীপি। ওরে বাপ্‌রে—তাগা গেলরে—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাদশ দৃশ্য।

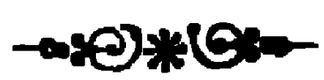

খিড়কীর অপর অংশ।

মোহিনী ও মোক্ষদা।

মোহিনী। ভিটে বেচাবো—ভিটে বেচাবো—

মোক্ষদা। জেল খাটাবো—জেল খাটাবো—

মোহিনী। বেরাল কোলে ক'রে জেলে পচো—

মোক্ষদা। রাস্তায় ব'সে গোরুর জাব কেটো!

মোহিনী। তবে লো চোখ্‌খাগী—তবে লো ভালখাগী—

মোক্ষদা। তবে লো ভাইখাগী—তবে লো আটগতরখাগী—

(উমেশ ও সতীশের প্রবেশ)

সতীশ। ছোট বউ, বড় বউয়ের পায়ে ধর, নইলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও!

উমেশ। বড় বউ, ছোট বউমার হাত ধ'রে ঘরে নিয়ে এসো, নইলে আস্তে আস্তে বাপের বাড়ী চ'লে যাও।

উভয়ে। এঁ্যা—এঁ্যা—

উমেশ। আর এঁ্যা—এঁ্যা—নয়, ভাই পর ক'রেছিলে, সেই ভাইকে পেয়েছি—

সতীশ। এখনি গিয়ে পায়ে ধরো, আমার বাপের তুল্য ভাই, তাকে তোমার জন্য কটু ব'লেছি, দাঁড়িয়ে থেকো না; স্বামী চাও, যাও—

উমেশ। যাও, হাত ধ'রে নিয়ে এসো—

মোহিনী। ওমা—ওমা—এত অপমান—আমি ভাতার ঘর ক'র্‌তে চাইনি, আমায় বাপের বাড়ী রেখে এসো, এই আমার আটগতর খেলে, আবার আমি ওর হাত ধ'র্‌বো!

উমেশ। তবে যাও বাপের বাড়ী! ছোট বউমা, ভাত চড়াও, আজ থেকে আমরা দু'ভাই আর পৃথক্ নই।

মোহিনী। আমি কি পৃথক্ হ'তে ব'ল্‌ছি, আমি কি পৃথক হ'তে ব'ল্‌ছি।

উমেশ। যা বল্‌বার ব'লেছ, মিলেমিশে ঘরকন্না ক'র্‌তে পারো থাকো, নইলে ছোট বাবু ছোট বউমার নামে যদি এক কথা শুনি, সেই দিন আমি তোমায় কুকথা ব'লে ত্যাগ ক'রবো।

মোহিনী। আয় ছোট বউ, আয় ছোট বউ,—এই দীপি পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশ ক'রেছে—এই দীপি পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশ ক'রেছে!—

মোক্ষদা। দিদি, ছোট বোন্ ব'লে মাপ করো—

মোহিনী। মাপ কি দিদি—মাপ কি দিদি, আমি দু'কথা ব'লেছি, তুই দু'কথা বলেছিস্। ওদের মিটে গেলো বাঁচ্‌লুম্, রেতে ঘুম হ'তো না, পাড়ার লোক গাল কাৎ ক'রে হাস্‌তো। আয় রাঁধিগে।

উমেশ। যাও, ছোটবাবুর রান্নাঘরে রাঁধোগে।—আজ থেকে ওই আমাদের রান্না ঘর।

(পাগলের বেশে দীপির প্রবেশ)

দীপি। তোদের সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক্, জেলায় তাগা কেড়ে নিয়েছে, বাড়ী এসে দেখি পোঁতা টাকা নেই, সর্ব্বস্ব চোরে নিয়েছে—ওরে বাপ্‌রে বুক গেল রে!—সর্ব্বনাশ হোক্, সর্ব্বনাশ হোক, গাঁ আগুন জ্বলুক, তোদের মাগ রাঁড় হোক্, ওরে বাপ্‌রে—বুক গেল রে—

[প্রস্থান।

মোহিনী। ছোট বউ, তুই সাবধান ক'রেছিলি—শুনি নি, দীপিকে বাড়ী আস্‌তে দিয়েছিলুম। ভিটেয় দাঁড়িয়ে শাপ দিয়ে গেল।

মোক্ষদা। দিক্‌গে দিদি, ওদের কথায় কি হয়, এসো—

[উভয়ের প্রস্থান।

উমেশ। ভায়া, আমাদের লাঞ্ছনা হ'য়েছে বটে, কিন্তু এই তুচ্ছ আমড়াগাছের ঝগ্‌ড়া দেখে যদি দেশের লোকের আক্কেল হয় যে, তুচ্ছ কথায় ভাই-ভাইয়ে পর হ'তে নাই, সে সমাজের পরম মঙ্গল।

সতীশ। তুচ্ছ কথাই হোক্ আর বড় কথাই হোক্, মাম্‌লায় যেন কেউ না ঘেঁসেন; যাঁর প্যাজপয়জারের সখ্, তিনিই যেন মাম্‌লা ক'র্‌তে এগোন! যিনি স্ত্রী-পুত্রকে পথে ব'সাতে না চান, যিনি মানসম্ভ্রম পেয়দা-চাপরাসির পায়ে না দিতে চান, যাঁর ঘটে বুদ্ধি আছে, যাঁর প্রতি কমলা বিরূপা নন, তিনি আমাদের দেখে বুঝুন;—যে মাম্‌লা ক'র্‌তে যাওয়ার চেয়ে ক্ষতি স্বীকার ক'রে মেটান ভাল, মাম্‌লা করা "ঝক্‌মারী!"

পট পরিবর্ত্তন।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

(সমবেত গীত)

মাম্‌লা করা ঝক্‌মারী !

সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো,
দেখ্‌তে পেলে কাছারী ॥
মাম্‌লায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে,
ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে ;
সাক্ষী আম্‌লা, মোক্তার সাম্‌লা—
তেলা হাত চাই সবারি ॥
কাছারীর মাটী হাঁ করে, চ'ল্‌তে গেলে কাম্‌ড়ে পা ধরে,
চালচুলো সব পোরে উদরে ;
লাগ্‌লে পরে ছাড়ে নাকো, আইনের ভেল্কী ভারি ॥
হার্‌লে তো হাড়ীর বেহাল,
জিত হ'লে সমান নাকাল,
ধুয়ে খাও ডিক্রী নিয়ে, মাম্‌লাকে বলিহারি ॥

যবনিকা।

নূতন গ্রন্থ ! নূতন গ্রন্থ !! নূতন গ্রন্থ !!!

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের নিত্য সহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

গিরিশচন্দ্র

৭০ সত্তর খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত।

নাট্য-সম্রাট স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শেষ বয়সের নাটকাদির গান (বহু দুষ্প্রাপ্য গীত সমেত) এবং নট-গুরুর সম্পূর্ণ জীবনী, "গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থে এই প্রথম বাহির হইল। এতদ্ভিন্ন মহাকবির অদ্ভুত জীবনের নানা-প্রসঙ্গ, গল্প, যাবতীয় রচনাবলীর সময় নির্দ্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় বিষয় সন্নিবেশে গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষরূপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার উপর নাট্যাচার্য্যের নানা-রসের ও বিবিধ অভিনয়-ভঙ্গির বহুল চিত্র প্রদানে অভিনয়-শিক্ষার্থীর ইহা পরম আদরের জিনিস হইয়াছে। কেবল গিরিশচন্দ্রের নহে, বঙ্গ-নাট্যশালার অধিকাংশ বিখ্যাত নট-নটীগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সহ ৭০ সত্তর খানি অভিনয় চিত্র (Character Photo) সংযোগে গ্রন্থখানি সুশোভিত। আপনি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠারম্ভের পূর্ব্বেই বন্ধু-মহলে ছবি দেখিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে। যেরূপ উৎকৃষ্ট কাগজ সেইরূপ ছাপা। সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

গৃহলক্ষ্মী। এই সামাজিক নাটকখানি বঙ্গনাট্য-সাহিত্যে নাট্যসম্রাটের শেষ দান। যদিও গ্রন্থকার ইহার অভিনয় দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও নাট্য-সৌন্দর্য্যে "গৃহলক্ষ্মী" অতি অল্পদিনের মধ্যেই সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটী অত্যুজ্জ্বল রত্নরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ফুরাইয়া আসিল। মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রতিধ্বনি। গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার-লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। উৎকৃষ্ট বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৸৹ বার আনা।

তপোবল। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভসম্বন্ধীয় পৌরাণিক নাটক। সাধনার জয়! একনিষ্ঠার জয়!! অধ্যবসায়ের জয়!!! লক্ষ লক্ষ নর-নারীর চিত্ত মুগ্ধ করিয়া, মিনার্ভা থিয়েটারে মহা-সমারোহে এই মহা-নাটকের সতেজে অভিনয় চলিতেছে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

অশোক। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এসিয়ায় নহে, সমগ্র পৃথিবীতে অশোকের ন্যায় প্রতাপশালী, অশোকের ন্যায় প্রতিভাবান্, ধর্ম্মবীর, রাজনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ, সমদর্শী সম্রাট্ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেই পুণ্য-শ্লোক অশোক-চরিত্র নাট্যাচার্য্যের সূক্ষ্ম তুলিকায় কিরূপ নাট্যে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করুন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

শঙ্করাচার্য্য। অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লীলা-বলম্বনে এই দেব নাটক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্য নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহার যশঃ-গানে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত। পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন,—প্রদীপ জ্বালিয়া কেহ সূর্য্য দেখায় না। মূল্য ১৲ এক টাকা।

ঘ্যাঘ্যানা-কা-ত্যায়সা। সামাজিক প্রহসন।—"কথার ফোয়ারা, রসের ফোয়ারা, বাসের ফোয়ারা, শ্লেষ-বিদ্রুপের ফোয়ারা, আবার এই সকল ফোয়ারার নীচে মাথা পাতিয়া থাকিতে পারিলে অনেকের শিরঃপীড়া প্রশমিত হইবে। মূল্য ।৹ চারি আনা মাত্র।

ম্যাক্‌বেথ। এই নাটক পাঠে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও "ইণ্ডিয়ান নেশন" সম্পাদক স্বর্গীয় এন, ঘোষ লিখিয়াছিলেন—"সেক্‌সপীয়রের নাটক ফরাসীভাষায় সুন্দররূপ অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর বঙ্গানুবাদ "ম্যাক্‌বে" তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

মনের মতন। মিলনান্ত নাটক। "মনের মতন" প্রাণ কাঁদায়—মন মাতায়—সাধ বাড়ায়! "মনের মতন"—হাসায়—নাচায়—মজায়! "মনের মতন" বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন সামগ্রী। মূল্য ৸৹ বার আনা।

মণিহরণ। প্রেম, ভক্তি ও কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। ভক্তের কণ্ঠহার! রঙ্গরহস্যের আধার!! ভাবুকের ভাবভাণ্ডার!!! মূল্য ।৹ চারি আনা।

শিব-চতুর্দ্দশী। শিবরাত্রিবিষয়ক প্রেমভক্তিপূর্ণ গীতিনাট্য। মিনার্ভা ও কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ৵৹ দুই আনা।

গিরিশ-গীতাবলী।

(ছয়শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত পরিবর্দ্ধিত সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ)

নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ এবং বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা মহাকবি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের জীবনী-সহ তদ্‌বিরচিত যাবতীয় গীতসংগ্রহ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ইহাতে নাট্যাচার্য্যের স্বরচিত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রভৃতি ৭৬ খানি পুস্তকের সর্ব্বজন-সমাদৃত গীতাবলী, তৎকর্ত্তৃক নাটকাকারে পরি-

বর্জ্জিত মঘনাদবধ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী ও মাধবী-ক ..ণের সমুদয় গীত ; ঘোর-বিকার, বহুৎ আচ্ছা, হামির, সধবার একাদশী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাদিতে গিরিশবাবু কর্ত্তৃক নূতন সংযোজিত সঙ্গীত এবং তাঁহার এ পর্য্যন্ত উমাসঙ্গীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-গীতি, যাত্রা, পাঁচালী, হাফ আকড়াই প্রভৃতি নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক গীত সংগৃহীত হইয়া সুর-তাল-সংযোগে সুশৃঙ্খলাসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকের শেষভাগে গিরিশ ..বুর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। নাট্যাচার্য্যের অদ্ভুত জীবনী সাধারণ্যে এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে গিরিশবাবুর জীবন-বৃত্তান্ত অবগতির সহিত বঙ্গনাট্যশালার উৎপত্তি ও তাহার বিস্তৃতি সুন্দররূপে জ্ঞাত হইবেন। ন্যাশন্যাল, গ্রেট ন্যাশন্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড ও মিনার্ভা প্রভৃতি থিয়েটার কিরূপে হইল, সে রহস্য ইহাতে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশবাবুর এ পর্য্যন্ত রচিত নূতন নাটকের সঙ্গীত ও বহু পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গীত সংযোজিত এবং নাট্য-সম্রাটের জীবনী ও বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাস বিস্তর বর্দ্ধিত হইয়া অতি উপাদেয় হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কবি কৃপারাম শর্ম্মা-কর্ত্তৃক

সত্যনারায়ণের কথা। মধুর ও সরল ভাষায় পাঁচালী ছন্দে রচিত। প্রায় একশত বৎসরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মুদ্রিত হইল। মূল্য ৴৹ এক আনা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।